ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 August 2021 ■ আগরতলা ২৫ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ৮ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ব্রু শরণার্থী পুণর্বাসন নিয়ে অসন্তোষ আমবাসায় পথ অবরোধ জুমিয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। দুই দশকের ব্রু শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলেও, তাঁদের পুনর্বাসন নিয়ে ত্রিপুরায় মাঝে মধ্যেই অসন্তোষের মুখে পড়ছে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরায় আজ ধলাই জেলায় আমবাসা ব্লকের অধীন হরিণাছড়া এলাকায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তি জানিয়ে স্থানীয় জনগণ আমবাসা-গন্ডাছড়া রাস্তা অবরোধ করেছেন। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়েছে, ওই এলাকায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তাই, এখনই দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। তাতে আশ্বস্ত হয়ে গ্রামবাসীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

প্রসঙ্গত, জাতি দাঙ্গার শিকার হয়ে প্রাণ রক্ষায় মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় পালিয়ে এসেছিলেন রিয়াং জাতিগোষ্ঠির প্রচুর মানুষ। দুই দশকের অধিক সময় ত্রিপুরায় বিভিন্ন শিবিরে তাঁরা শরণার্থীর জীবনযাপন করেছেন। তাঁদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে একাধিকবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু, প্রতিবার কোন না কোন অজুহাতে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া ভেস্তে গিয়েছে। অবশেষে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ব্রু শরণার্থীদের রাজ্যেই পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেন। তাতে, কেন্দ্রীয় সরকারও সম্মতি প্রকাশ করেন। দিল্লিতে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরায় পুনর্বাসনে কেন্দ্রীয় সরকার প্যাকেজের অনুমোদন দেয়। সে মোতাবেক ত্রিপুরায় তাঁদের পুনর্বাসনে স্থান চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিছু শরণার্থীদের ইতিমধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

ধলাই জেলায় হরিণাছড়া এলাকায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে ত্রিপুরা সরকার স্থান চিহ্নিত করেছে। তাতে, স্থানীয় জনগণ তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। আজ ওই আপত্তির জেরে স্থানীয় জনগণ আমবাসা-গন্ডাছড়া রাস্তা অবরোধ করেছেন। গ্রামবাসীর বক্তব্য, হরিণাছড়া এলাকায় প্রায় ৩০০ জনজাতি পরিবারের বসবাস। সকলেই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন দেওয়া হলে জুম চাষে ব্যাঘাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের আট জেলাতেই হচ্ছে সিভিল ডিফেন্স কোর্পস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। রাজ্যে সিভিল ডিফেন্স সংস্থাকে আরও বেশী বিস্তৃত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আট জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসককে কন্ট্রোলার হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেই সাথে প্রতিটি জেলায় সিভিল ডিফেন্স কোর্পস গঠন করা হচ্ছে। সেই সাথে রাজ্যের আট জেলার ভলান্টিয়ারদের গকুলনগর সেন্ট্রাল ট্রেনিং সেন্টার (সিটিআই) এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে শুধুমাত্র আগরতলাতেই সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার ছিল। যা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীনে। এখন থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই গঠন করা হচ্ছে।

মোটর শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। সাতসকালে ধলাই জেলায় আমবাসা মহকুমার অধীন চান্দ্রাইছড়া এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পেশায় মোটর শ্রমিক বাবুল দাসকে খুনের অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কুলাই জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। অস্বাভাবিক মৃত্যু না হত্যা, তদন্ত সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নয় বলে দাবি পুলিশের।

মৃতের বোনের অভিযোগ, তাঁর ভাইয়ের দেহে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। অথচ, বিদ্যুতপৃষ্টে তাঁর মৃত্যুর নাটক সাজানো হয়েছে। তাঁর দাবি, বাবুলের দেহে বিদ্যুতপৃষ্টের আঘাত পাওয়া যায়নি। তাই নিশ্চিত, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি ভাইয়ের খুনের বিচার চেয়েছেন। একই দাবি করেন মৃতের সহকর্মীরা। জনৈক মোটর শ্রমিক বলেন, আজ সকালে চান্দ্রাইছড়া এলাকায় বাবুলের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে আমরা ছুটে গিয়েছি। তাঁর মাথায়, পিঠে, ঘাড়ে প্রচুর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতও রয়েছে। তিনি বলেন, হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের তারে লেগে তাঁর মৃত্যু সম্ভব নয়। কারণ, বিদ্যুত পৃষ্টের চিহ্ন তাঁর দেহে ছিল না।

আমবাসা থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধারের পর ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে, অস্বাভাবিক মৃত্যু না খুন তা এখনই বলা সম্ভব নয়। পুলিশের দাবি, তদন্ত শুরু হয়েছে।

যান দুর্ঘটনায় প্রান হারালেন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ আগস্ট।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গর জোলাইবাড়ীর দেবদারু এলাকায় আজ সকালবেলা যান দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে প্রান হারালো এক ব্যক্তি। ঘটনার বিবরনে জানাযায় মেলাঘরের বাসিন্দা নিমাই দাস (৫৮) পেশায় একজন শিক্ষক। তিনি কোয়াইফাং এডিসি ভিলেজের কৃষ্ণরাম পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলে জানাযায়। নিমাই দাস কর্মসূত্রে জোলাইবাড়ীতে বাসাভারা করে থাকতেন বলে জানাযায়। মঙ্গলবার নিমাই দাস জোলাইবাড়ী থেকে কোয়ইফাং এর উদ্দ্যোশ্যে টি আর ০১ ০৮৩৯৩ নাম্বারের স্কুটি করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গর্ভের সন্তানকে মেরে ফেলার জন্য গৃহবধূর উপর নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। দেবরের শ্বশুরবাড়ির লোকদের হাতে মারধরের শিকার এক সংখ্যালঘু গৃহবধূ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় আজ থেকে পাঁচ বছর আগে মুসলিমদের ধর্ম নীতি মেনে বিয়ে হয়েছিল তাসলিমা আক্তারের সাথে জুটন মিয়া। তাসলিমা আক্তারের বাড়ি উত্তর চরিলাম খামারবাড়ি জুটন মিয়া বাড়ি বিশালগড় থানা দিন কদমতলী এলাকায়।

তাসলিমা আখতারের অভিযোগ তার একটি শিশু সন্তান রয়েছে অপরদিকে তিন মাসের শিশু সন্তান রয়েছে। অপরদিকে তাসলিমা আক্তার অন্তঃসত্ত্বা রয়েছে সে অন্তঃসত্ত্বাকে ঘিরে দেবরের শ্বশুরবাড়ির লোকজন মুসা মিয়া , হানিফ মিয়া সহ দশ বার জন মিলে চালায় আক্রমণ চালায়। তাসলিমা আক্তারের পেটের সন্তান কে নষ্ট করে দেবার জন্য দেবরের শ্বশুরবাড়ির লোকজন আক্রমণ চালায় তাসলিমা আক্তার এর উপর সেই আক্রমণ সহ্য না করতে পেরে মঙ্গলবার তাসলিমা আক্তারের পরিবার দ্বারস্থ হয়েছেন বিশালগড় মহিলা থানায়। তাদের অভিযোগ দেবরের শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাসলিমা আক্তারের যে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল তা নষ্ট করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনার দৈনিক সংক্রমণ সামান্য বেড়েছে, কমেছে মৃত্যু ও সক্রিয় রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। ত্রিপুরায় করোনায় দৈনিক সংক্রমণ সামান্য বেড়েছে। সাথে কমেছে দৈনিক মৃত্যু। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ১৬৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি, ১৪৫ জন সুস্থ হয়েছেন। তবে সংক্রমণের হার বেড়ে দাড়িয়েছে ২.২৬ শতাংশে। মৃত্যু হয়েছে একজনের। তাতে বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে দাড়িয়েছে ৯৮৯ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআরে ১০৬৫ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬২২৯ জনকে নিয়ে মোট ৭২৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআরে ২০ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ১৪৫ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ১৬৫ জনের শরীরে নতুন করে করোনা সংক্রমণের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার বেড়ে দাড়িয়েছে ২.২৬ শতাংশ।

এদিকে, সুস্থতা স্বস্তি দিয়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৯৮৯ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৮২২৬০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৮০৪১৭ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.৭৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৭.৮৩ শতাংশ। এদিকে ০.৯৬ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। গত ২৪ ঘণ্টায় একজনের মৃত্যু হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭৮৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, আবারও পশ্চিম জেলা করোনা সংক্রমণে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইখোড়ায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ আগস্ট।। গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্রকরে বাইখোড়া থানার দারস্থ হলো গৃহবধূর পরিবারের লোকজন। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়া এস এস বি ক্যাম্প পাড়ার বাসিন্দা আশিস মজুমদার (কিশোর) সাব্রুমের বাসিন্দা রূপা সিং এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধহয়। বিয়ের পর কিছুদিন সংসার ঠিকঠাকভাবে চললেও পরবর্তী সময় শুরু হয় সংসারে অশান্তি শুরুহয়। অশান্তির জেরে সোমবার সকাল আনুমানিক ৭ ঘটিকায় রূপা সিং নিজগায়ে আগুন লাগিয়েদেয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে তৃণমূলের আস্ফালন শক্তি দেখালো বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ আগস্ট।। রাজ্যে তৃণমূলী আস্ফালনে এবার শক্তি দেখালো বিজেপি। আজ বিলোনিয়ায় ৪২৭ পরিবারের ১৩৯৪ জন সিপিএম ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উপস্থিতিতে পদ্ম শিবিরের যোগ দিলেন তাঁরা। যোগদান সভায় বিপ্লবের দাওয়াই, মন্ত্র হোক একটাই, সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ। তাঁর দাবি, সরকার পরিচালনায় নিয়ম, নীতি ও স্বচ্ছ নিয়তকে প্রাধান্য দিয়ে ত্রিপুরাকে ভারতের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যরূপে নির্মাণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। তার সঙ্গে সমবাদ, স্বভাব ও সদাচার এই তিনটি ”স” কে ব্যক্তি জীবনে লাগু করতে পারলেই সাফল্য আসবে।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি সরকারের বিকাশমুখি কার্যকলাপে অনুপ্রানিত হয়ে আজ বিলোনীয়ায় ৪২৭ পরিবারের প্রায় ১৩৯৪ জন সিপিআইএম দল ত্যাগ করে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেন। আমি নবাগতদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, তাদের এই যোগদানের ফলে বিজেপির সংগঠন আরও মজবুত হবে।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কমিশন আদায় বা রাজনৈতিক বঞ্চনার অভিযোগ এখন নেই। কৃষকদের আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নে একাধিক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্ভাবনী পন্থায় নানান অর্থকরী ফসল উৎপাদন রোজগারের নতুন দিশা দেখাচ্ছে। তাঁর দাবি, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে দল মতের উর্দে উঠে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর বন্টন প্রক্রিয়া চলছে। উন্নত জাতীয় সড়ক, একাধিক এক্সপ্রেস ট্রেন, কিষান রেল, ইন্টারনেট যোগে একাধিক অনলাইনে পরিষেবা ও দিল্লির সাথে বিমান যোগাযোগ সহ উন্নত বিমান পরিষেবার মাধ্যমে প্রধামন্ত্রীর হীরা মডেলের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যের উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, সুবিধাভোগী নির্বাচনে দলীয় অফিসে লাইন লাগানোর বদলে বর্তমানে স্বচ্ছতার সঙ্গে সমাজের সকল স্তরের নাগরিকদের কল্যানে কাজ চলছে।

তাঁর কথায়, সরকার পরিচালনায় নিয়ম, নীতি ও স্বচ্ছ নিয়তকে প্রাধান্য দিয়ে ত্রিপুরাকে ভারতের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যরূপে নির্মাণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। তার সঙ্গে সমবাদ, স্বভাব ও সদাচার এই তিনটি ”স” কে ব্যক্তি জীবনে লাগু করতে পারলেই সাফল্য আসবে। তিনি বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন স্বরূপ এক সময়ে বহিঃরাজ্যমুখী হওয়া চিকিৎসকরা ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিজেদের যুক্ত করার আগ্রহ প্রকাশ করছেন। তাঁর দাবি, স্বচ্ছ নিয়োগ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী সবই বিক্রি করে দিচ্ছেন বললেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.)।। “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবই বিক্রি করে দিচ্ছেন।” করোনা কালে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন প্রকল্প নামে এক প্রকল্পের হাত ধরে বিভিন্ন সরকারি সম্পত্তিকে বেসরকারি সংস্থাকে লিজ দিয়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেই কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী।

মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলন করেন রাহুল ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম। রাহুলের দাবি, বিজেপি কেবলই দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। ছবি নিজস্ব।

অবহেলিত শিমূলটিলা পাহাড়ি গ্রামের করুন দশা, যুগ যুগ ধরে দুর্ভোগে জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ আগস্ট।। উত্তর জেলার অবহেলিত শিমুলটিলা পাহাড়ি গ্রামের করুন দশা।এই গ্রামটি ধর্মনগর মহকুমার কালাছড়া ব্লকাধীন বালিছড়া এডিসি ভিলেজে।বালিছড়া এডিসি ভিলেজের শিমুলটিলা এলাকাতে বসবাসকারি জনগন হাজারো সমস্যা নিয়ে নিত্য দিনের জীবন যাপন শুরু করতে হচ্ছে। গ্রামটিতে রয়েছে পানীয় জল, রাস্তাঘাট,স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ হাজারো সমস্যা। এই গ্রামটিতে হাজারো সমস্যা থাকলে ও সমস্যা গুলি সমাধানের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।ফলে দেখা দিয়েছে জনদুর্ভোগে।কালাছড়া ব্লকের অধীন বালিছড়া এডিসি ভিলেজের শিমূলটিলা গ্রামটিতে ৩৫ টি পরিবার বসবাস করে। গ্রামটিতে হাজার সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হচ্ছে পানীয় জলের সমস্যা।

গ্রামে পানীয় জলের জন্য নাই কোন মার্কটু বা রিংওয়েল।গ্রামের জনগনের পানীয় জলের জন্য স্থানীয় ছড়ার জলের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ছড়ার অপরিশোধিত পানীয় জল পান করার ফলে গ্রামের জনগন আক্রান্ত হচ্ছে নানা জলবাহিত রোগ ব্যায়াদিতে।গ্রামে নেই কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র।রোগব্যায়াদি হলে গ্রামের জনগনকে যেতে হয় বেশ কয়েক কিমি দুরে শনিছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। গ্রামের রাস্তাঘাট গুলি ও বেহাল দশা।দীর্ঘ দিন যাবত গ্রামের রাস্তা গুলি সংস্কার করা হয়নি।ফলে রাস্তাতে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট বিরটা গর্তের।

গ্রামের রাস্তাঘাট বেহাল দশা হবার ফলে গ্রামে কোন যানবাহন আসে না। গ্রামে কোন যানবাহন চলাচল না করার কারনে গ্রামের কোন ব্যাক্তি অসুস্থ হলে অথবা গর্ভবতী রোগিকে ভাড়ে করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়। গ্রামটির শিক্ষার অবস্তাও বেহাল।গ্রামে যে একটি স্কুল রয়েছে সেই স্কুলটিতে রয়েছে পরিকাঠামোগত সমস্যা সহ শিক্ষক স্বল্পতা এবং পানীয় জলের সমস্যা। স্কুলটিতে নানা সমস্যার কারনে ছাত্র ছাত্রীরা সঠিকভাবে পঠন পাঠন থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে।নেই ভালো বাসস্থানের। গ্রামের জনগনের আয়ের মুল উৎস হল জুম চাষ।গ্রামটি হালাম সম্প্রদায়ের জনগন বসবাস করে। গ্রামে রাস্তাঘাট না থাকার কারনে গ্রামের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল বাজার জাত করতে পারছেন না।

গ্রামটিতে বসবাস কারী জনগন জানান কৃষির জন্য তারা সার কৃটনাশক ঔষধ পত্র ও পাচ্ছে না। খোলা বাজার থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে ঔষধ সার কিনতে হচ্ছে। শিমুলটিলা গ্রামের জনগন অভিযোগ করে বলে প্রতিবার ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় তাদের গ্রামে রাস্তাঘাট পানীয় জল স্বাস্থ্য পরিসেবার উন্নয়নের। কিন্তু ভোট শেষ হলে রাজনৈতিক নেতাদের আর দেখা পাওয়া যায় না।

এই গ্রামের সভাপতি ছুমতিং চুং হালাম অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যে কংগ্রেস জোট সরকারের আমল থেকে বামফ্রন্ট আমল এবং বর্তমান বিজেপি জোট সরকারের নেতা মন্ত্রীদের কাছে তাদের গ্রামের সমস্যা গুলি সমাধান করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বাইপাস রোড দুস্কৃতিদের কব্জায়, ছিনতাই লুটপাটের আতঙ্কে চালকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। বিশালগড় নবনির্মিত বাইপাসরোড ছিনতাইকারী এবং নেশাখোরদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। এই রোড দিয়ে চলাচল করা রীতিমতো আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশালগড় নবনির্মিত বাইপাসরোড ছিনতাইকারী এবং নেশাখোরদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। রাতবিরেতে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা রীতিমতো আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠেছে।

গতকাল গভীর রাতে বিশালগড় নবনির্মিত বাইপাসে গুয়াহাটি থেকে একটি ১২ চাকার লরি পোল্ট্রি ফার্মের খাবার নিয়ে যাবার পথে কিছু মদমত্ত যুবক লরটিকে পথ আটক করে। চালক এবং সহ চালককে মারধোর করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৩ মদমত্ত যুবককে সেখান থেকে আটক করে। একটি মোটরসাইকেলও তাদের কাছ থেকে আটক করা হয়। বিশালগড় থানা পুলিশের সহযোগিতায় চালক এবং সহ চালককে ১২ চাকার লরি সহ নিয়ে আসা হয় বিশাল গড় থানায়। পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত চালক ও সহ চালককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সূত্রের খবর মঙ্গলবার সকালে আটক তিন যুবককে বিশালগড় থানার পুলিশ থানা থেকে ছেড়ে দিয়েছে। কি কারণে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় এখনো পর্যন্ত পুলিশ মুখ খোলেনি। অন্যদিকে সেই ১২ চাকার লরিটিকে পুলিশের নিরাপত্তার মধ্যে রেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছয় দফা দাবীতে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন আমরা বাঙালীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। কৃষকদের ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রদান করা, কাঁটাতারের বেড়ার ভিতরের জমিতে উৎপাদিত প্রতিটি ফসলকে কৃষি বীমার আওতায় নিয়ে আসা, লকডাউন পরিস্থিতি জন্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারকে মাসে ৮ হাজার টাকা করে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা করা, কৃষকদের উৎপাদিত ফসল পার্শবর্তী দেশের লোকেরা যাতে তুলে নিতে না পারে সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাতে সুনিশ্চিত করা এবং সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ ৬ দফা দাবিতে আমরা বাঙালি পক্ষ থেকে মঙ্গলবার পশ্চিম জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা □ বর্ষ-৬৭ □ সংখ্যা ৩০৫ □ ২৫ আগস্ট ২০২১ ইং □ ৮ ভাদ্র □ বুধবার □ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বড় প্রাপ্তি ছাত্র-ছাত্রীদের

রাজ্য সরকার বুধবার হইতে রাজ্যের স্কুলগুলি খুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। বিলম্বে হলেও এই সিদ্ধান্ত কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে উৎসাহ জোগাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রায় দেড় বছর পর কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলের আঙিনায় পা রাখিবে। ইহা তাহাদের কাছে খুবই আনন্দের খবর। এতদিন অনলাইনে খানিকটা পড়াশোনা করিয়াছে ছাত্রছাত্রীরা। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা গ্রহণ করিবার আমেজটাই অনেকে ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদের কাছে স্কুলে যাওয়াটা অনেকটই

নতুন বলিয়া মনে হইবে। অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পোশাক তাহাদের ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। পুরনো স্কুলড্রেস করিতে গিয়া অনেকে বিপাকে পড়িবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সব মিলিয়ে স্কুলের আঙিনায় যাওয়াটাই হইবে তাদের কাছে সবচেয়ে বড় পাওনা। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকিবে ফলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী নানা কাজে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ড্রপ আউট এর সংখ্যা বাড়িবে। ড্রপ আউট হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পুনরায় শিক্ষার আঙিনায় নিয়া আসিবার দায়িত্ব সরকার ও প্রশাসনকে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথায় শিশুশ্রমের সংখ্যা আরো বাড়িয়া যাইবে।করোনার প্রভাবে গোটা দেশেই শিশুশ্রম এর সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। গোটা দেশেই অভাব-অনটন বৃদ্ধি পাইয়াছে। অভাব-অনটন এর প্রভাব শিশুদের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে। শিশুরা খাদ্য নিরাপত্তায় ভুগিতেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এবং লকডাউন শিশুদের কাছে অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিশুশ্রমের ভয়ঙ্কর পরিণতি হইতে বাঁচিতে হইলে সরকার ও প্রশাসনকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টা ছাড়া শিশুশ্রম বন্ধ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শিশুদের শৈশব কাড়িয়া নিয়াছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে শিশুশিক্ষার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। শিশুকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য প্রত্যেক মা বাবা উদ্বিগ্ন হওয়া উঠেন। এটাই স্বাভাবিক প্রকৃতি। বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি অতি দ্রুত বিদায় না দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইবে। কেননা আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।শৈশবের শুরুটা অর্থাৎ জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত সময়টাই যে একটি শিশুর বৃদ্ধি ও শিক্ষার গতিপথ ঠিক করিয়া দেয় সেকথা চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে। নিউরোবায়োলজি এবং কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী মস্তিষ্কের ৯০ু বিকাশ ঘটে জীবনের প্রথম ছ বছরের মধ্যে। জীবনের প্রথম কয়েক বছরে যে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, সামাজিক দক্ষতা এবং কগনিটিভ-লিঙ্গুইস্টিক ক্ষমতাগুলো প্রকাশ পায়, সেগুলোই স্কুলে এবং পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে সফল হওয়ার পূর্বশর্ত। ইউনিসেফ বলিয়াছে 'শুরুর দিকের জরুরি বছরগুলোতে শিশুদের প্রয়োজন সংবেদনশীল পরিচর্যা, পর্যাপ্ত পুষ্টি, উদ্দীপনা এবং তাহাদের সামাজিক, অনুভূতিগত ও কগনিটিভ দক্ষতার বিকাশের জন্য নিরাপত্তা।' এই কারণেই আমাদের দেশের কনিষ্ঠতম নাগরিকদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে।শিশুদের উপর করোনার প্রভাব পড়িয়াছে মারাত্মকভাবে। মার্চ ২০২০ থেকে ভারতের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া আছে এবং বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান অনলাইনে চালু রহিয়াছে। এর অর্থ হইল ০-৫ বছর বয়সের প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন শিশু প্রাক-স্কুল পরিচর্যা এবং শিক্ষা পাইল না।কারণ তাহাদের বিকাশের উদ্দেশ্যে নির্মিত প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ হইয়া আছে। ইউনিসেফের মতে শিশুদের উপর স্কুল বন্ধ থাকিবার প্রভাব ভয়ানক নেতিবাচক হইয়া উঠিতে পারে। স্কুল বন্ধ রাখিলে শিশুরা একাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে পারে। যত বেশিদিন স্কুল বন্ধ থাকিবে, শিশুরা তত বেশি শেখার সুযোগ হারাইবে। যাহার দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব রহিয়াছে। ভবিষ্যতে আয় খোয়ানো এবং স্বাস্থ্যহানি তাহার মধ্যে পড়ে। বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে অনেক শিশু বিশেষত বয়ঃসন্ধির শিশুরা দীর্ঘকাল বন্ধের পর আর স্কুলে ফিরিয়া যাইতে চায় না। আরো অনেকের শিক্ষার পাকাপাকি ক্ষতি হইয়া যায়। তাহা ছাড়া শিশুরা পুষ্টি, মানসিক সাহায্য এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্যও স্কুলগুলোর উপর নির্ভর করে। করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি সবচাইতে বেশি ক্ষতি করিয়াছে শিশুদের। শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি ভাঙ্গিয়া পড়িইয়াছে। শিশুরা মায়ের কাছে প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করিলেও শিক্ষাঙ্গন শিশুর কাছে সবচেয়ে বড় আঙ্গিক। শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশে শিশুরা ছোটবেলা হইতেই শিক্ষার পরিবেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। শিক্ষাঙ্গন শিশুর ভবিষ্যৎ চলার পথকে সামনের দিকে অগ্রসর করে। শিক্ষাঙ্গণ ছাড়া শিশুর শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন শিশুর সঙ্গে একসাথে মিশিয়ে শিশুরা বড় হইতে শিখে। ইহার ফলে শিশুর মধ্যে বড় মানসিকতা তৈরি হয়।

একাকীত্ব ছাড়িয়া শিশু যখন বৃহৎ গন্ডির মধ্যে নিজেকে বিকশিত করিবার সুযোগ পায় তখন শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার মানসিকতাও পরিবর্তন হইয়া যায়। একটি শিশুকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়িয়া তুলিতে শিক্ষাঙ্গন যে ভূমিকা পালন করে তাহা অন্য কোথাও সম্ভব হইবে না। কিন্তু ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শিশুদের বড় হইয়া উঠিবার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করিয়াছে। এই ক্ষতিপূরণ করা খুবই কষ্টকর। অতি শীঘ্রই যদি করোণা ভাইরাসের ভয়ঙ্কর প্রবণতা সমাজব্যবস্থা মুক্তি না পায় তাহা হইলে শিশুদের ভবিষ্যৎ আরো ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ধাবিত হইবে। যত শীঘ্রই করোনা মহামারী আমাদের দেশ ও বিশ্ব হইতে বিদায় লইবে তথ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে।

প্রতিবাদী মহিলাদের বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টায় চাঞ্চল্য

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি . স.)) : চরম নাটকের ঘটনা ঘটল বিকাশ ভবনের সামনে। বিধাননগরে বিকাশ ভবনের সামনে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কয়েকজন শিক্ষিকা। চার জনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। মঙ্গলবারের এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শিশু শিক্ষক ও পার্শশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছেন ঐক্য শিক্ষক মঞ্চের শিক্ষিক-শিক্ষিকারা। কখনও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে আদিগঙ্গার জলে নেমে, আবার কখনও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে, কখনও নবান্নের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। গ্রেফতারও হয়েছেন। অভিযোগ, এর পরই এভাবে বিক্ষোভ দেখানোর দায়ে কড়া ব্যবস্থা নিয়ে চারজন-সহ মোট ১৬ জনকে উত্তরবঙ্গে বদলির নির্দেশ আসে। অথচ তাঁরা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত ছিলেন। এর প্রতিবাদে আজ বিষ পান করে 'আত্মহত্যার চেষ্টা' করলেন চার শিক্ষিকা। করোনার জন্য রাজ্যজুড়ে বিধিনিষেধ চলছে, এর মাঝেই বিকাশ ভবনের সামনে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালাচ্ছেন ঐক্য শিক্ষক মঞ্চের শিক্ষিক-শিক্ষিকিরা। আইন অমান্য করায় তাঁদের গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপরেই আজ নাটকীয় ভাবে বিকাশ ভবনের সামনে বিষ খেয়ে 'আত্মহত্যার চেষ্টা' করেন চার জন শিক্ষিকা। এদিন দুপুর থেকে বিকাশ ভবনের বাইরে জড়ো হয়ে ফের বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময় পুলিশের সঙ্গে বচসা বাঁধে বলেই খবর। এর পরই বোতল থেকে বিষ পান করেন তাঁরা।

সঙ্গে সঙ্গে চারজনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সেখানে তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা চলছে বলে খবর। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সূত্রের খবর, শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চের সদস্য চার জনই। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষিকা তাঁরা। বিভিন্ন ইস্যুতে তাঁরা আন্দোলন করছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রাণ আগে, না, প্লেন আগে ?

ভাস্কর লেট

আফগানিস্তান বলতে আমরা সচরাচর কাবুলিওয়ালা ঝুলি। আর, 'কাবুলিওয়ালা' বলতে বুঝি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তপন সিন্হা। 'খোখী, তোমি সসুরবাড়ি কখুনু যাবে না। এই অসংলগ্ন বাংলা বাক্যের খাঁচায় বিপুলদেহী কাবুলির চিরন্তন পিতৃহৃদয় আমরা খলবল করতে দেখেছি। কাবুলির মুখে 'হামি সসুরকে মারবে' শুনে রবীন্দ্রনাথের মিনির মতোই 'শ্বশুর-নামক কোনো -এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করে বিস্তর আমোদ পেয়েছি।

কিন্তু এর বাইরে? কথিত যে, কাবুলিওয়ালারা চড়া সুদে টাকা খাটায়। যাদের সেই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। তারা যেচে পড়ে আফগানিস্তান সম্বন্ধে বিনম্র কৌতূহল দেখিয়েছে বলে কখনও শুনিনি। আর এরও বাইরে রয়েছে সৈয়দ মুজতবা আলী-র অদ্বিতীয় ধ্রুপদী রসসাহিত্য 'দেশে বিদেশে'। এই মুহূর্তে ঘন ঘন যে-বইটির অনুষঙ্গ টানা হচ্ছে। তা, আমারও সঙ্গত দিলাম, খুলে বসলাম, খুলে বসলাম' দেশে বিদেশে। নিন্দকরা বলছে, এখন পরিস্থিতির চাপে নাকি খালেদ হোসেইনি-র 'দ্য কাইট রানার'-এর বিক্রি বেড়েছে। হবেও বা। 'দেশে বিদেশে'র কপাল নিশ্চয়ই অত প্রশস্ত নয়। চট করে বিনি পয়সায় 'পিডিএফ' যে পাওয়া যায় পুরো বইটার।

চাঁদনি থেকেন-সিকে দিয়ে শার্ট কিনে হাওড়া থেকে 'ইউরোপীয় থার্ড বলে পরিচিত রেল কামরায় উঠতে না উঠতে এক ফিরিঙ্গির প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। সেই অভিজ্ঞতার ভজনা গেয়েই বইটি ঘোমটা খুলেছে। আসলে, এই দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। ফলে নিয়ম কানুন বিজাতীয়। চাইলেই সব কামরায় দেশিরা গা এলিয়ে বসতে পারত না। ফিরিঙ্গি তাই হেঁকে সাবধান করল, 'এটা ইউরোপীয়দের জন্য।' মানে ওহে কেটে পড়ো। আলী সাহেব অবশ্য দমলেন না। 'গাঁক গাঁক' করে বললেন, 'ইউরোপীয়ন তো কেউ নেই, চল তোমাতে আমাতে ফাঁকা গাড়িটা কাজে লাগাই।'

আশ্চর্য, 'গাঁক গাঁক' করে বললেই বুঝি ফিরিঙ্গিরা বুধে যায়? ব্যাটারা এত বাধ্য? না তেমনটা নয়। এখানে ভাষাতত্ত্বের গূঢ় রহস্য আছে। আলী সাহেব তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বের কোনও বইয়ে পড়েছিলেন যে, বাংলা শব্দের শেষে (অন্ত্যদেশে) 'অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয়।' আর, ইংরেজি শব্দের গোড়ায় (প্রাগ্‌দেশে) জোর দিয়ে 'কথা বলিলে সায়েবী ইংরেজি হয়'। খারাপ রান্নায় যেমন তেড়ে লঙ্কা ঠেসে দিলে মুখরক্ষা অনিবার্য, তেমনই ইংরেজি বর্ণের প্রথম সিলেব্‌লে তাগড়া অ্যাকসেন্ট দিলে অশুদ্ধ ইংরেজির চরিত্র-দোষ এবং ব্যাকরণিক ফাঁড়া কেটে যায়। একেই বলে 'গাঁক গাঁক করে ইংবেজি বলা। 'ফিরিঙ্গিটি বাস্তবে তালতলার লোক। কাদেই এমন ইংরেজিতে সে খুশি হল। যা হোক, ট্রেন ছাড়ল। ফিরিঙ্গি জিজ্ঞেস করল, 'এত মনমরা হলে কেন? গোয়িঙ ফার'?

'দেশে বিদেশে' আদতে ট্রাভেলগ। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত আফগানিস্তান ভ্রমণের ভিত্তিতে লেখা। ১৯৪৮ সালের মার্চ থেকে তা ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল বিশিষ্ট সাহিত্য পত্রিকায়। এখন ২০২১। কিন্তু এই 'গোয়িঙ ফার' যেন একলহমায় সময়ের সব শিকল-গম্বুজ ভেঙে আমাদের ওই রেলগাড়িতে সৈয়দ মুজতবা আলীর সফরসঙ্গী করে তোলে।

'গোয়িঙ ফার' ভীষণ কেতার ইংরেজি। বুদ্ধিদীপ্ত, পরিশীলিত মননের সিলমোহর বহন করে। সেজন্য 'হোয়্যার আর ইউ গোয়িঙ? এবং 'গোয়িঙ ফার'? ---শুনতে এক মনে হলেও প্রয়োগও অর্তে আলাদা। 'গোয়িঙ ফার' বলার মধ্যে একটা খোলামেলা ব্যাপার আছে। যাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে চাইলে এর উত্তর দিতে পারে। আবার, না চাইলে, উত্তর এড়িয়েও যেতে পারে। 'গোয়িঙ ফার' নো। যেমন খুশি বলো। বাধ্যবাধকতার আঁশ লেগে নেই। অথচ 'হোয়্যার আর ইউ 'গোয়িঙ? বললে ফাঁকি দেওয়ার জো নেই। কয়েক দিন

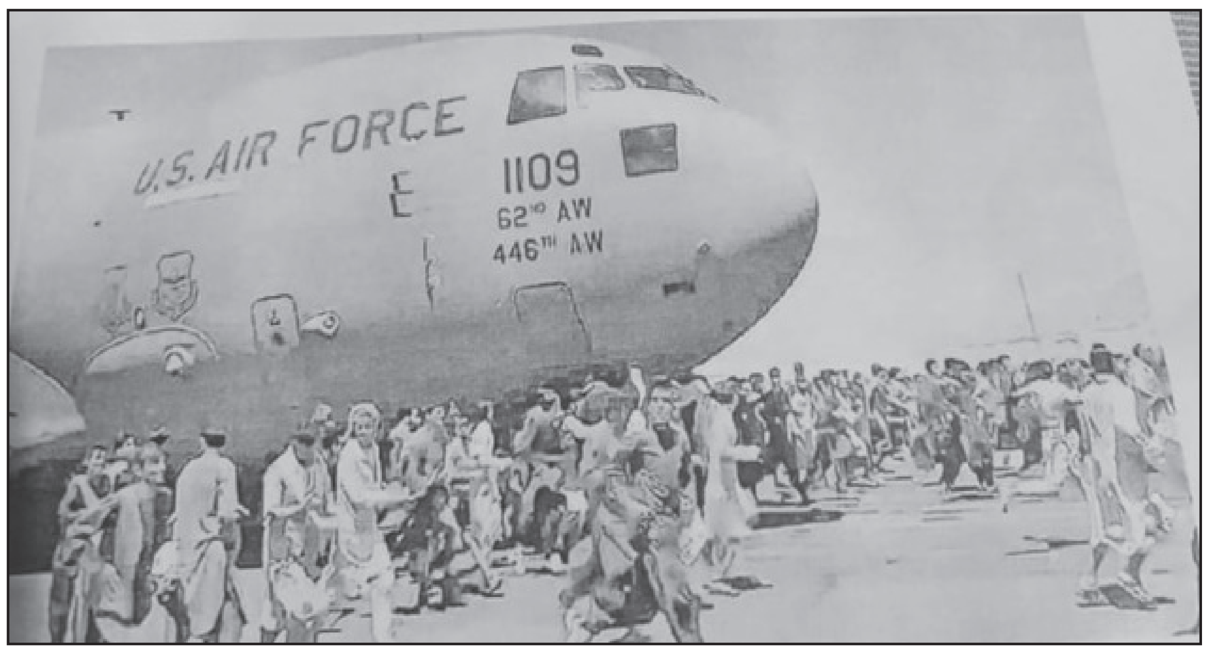

আগে হামিদ কারজাই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে একটি দৈত্যাকার ফ্লাইটের আশপাশে থিকথিকে মানুষের ভিড় দেখলাম। তারা প্রত্যেকে আফগানিস্তানের নাগরিক। প্রাণের ভয়ে ও নিরাপত্তার খাতিরে তালিবান-অধিকৃত আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে যেতে চায়। এরোপ্লেনটি গুড়গুড়ে বাচ্চার মতো যেন রানওয়ে ধরে হামা টানছে। এবং ওই বীত মানুষগুলো (কোনও নারীকে আমি অন্তত দেখিনি) প্লেনের আগে, পিছে, পাশে ছুটছে। যেতে নাহি দিব। ফ্লাইটের ডানার উপর উঠে পড়ছে অনেকে। কেউ কেই জানালা খোলার চেষ্টা করছে। ভিতরে ঢুকবে বলে। কেউ বা এরোপ্লেনের চাকার উপরে উঠে থেবড়ে বসতে চাইছে। একবারও ভাবছে না, হয়তো ত্রাসে এবং চরম মরিয়া হয়ে ওঠার জন্যই এই স্বাভাবিক বোধশক্তি তকাদের অবলুপ্ত বয়েছে যে, ফ্লাইট আকাশপথে উড়তে শুরু করলে চাকাগুলো ভিতরে গুটিয়ে যাবে, তখন কী হবে?

কুড়ি বছরের উপর শিয়ালদহ শাখায় লোকাল ট্রেন ঠেঙিয়েছি। হাড়ে হাড়ে কেমন সুক্ষ্ম সমীকরণ চলে প্রতি মুহূর্তে। প্রাইম টাইমের ডায়মন্ডহারবার লোকাল দেখেছি। ক্যানিং লোকাল দেখেছি। বনগাঁ ও বারাসত লোকালও দেখেছি। কোনও মতে একপায়ে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে মানুষজন এই দৃশ্য যেমন দেখেছি, তেমনই ভারসাম্য রাখতে না পেরে টলন্ত ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে মহিলা, তা-ও দেখেছি। একবার এক ভদ্রলোক ভিড়ে টাসা রানিং ট্রেনে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন নির্মমভাবে। মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। উনি একব্যাগ আম নিয়ে বাড়ি ফিরিছিলেন। অমন যমে-মানুষে টানাটানি অবস্থায় ভদ্রলোক ক'টা আম ছিটকেপড়ল ট্রেনলাইনে তার হিসাব কষতে বসেছিলেন। আমরা স্তম্ভিত। বাক্যহারা। হৃৎপিণ্ড গলায় আটকে গিয়েছে মনে হচ্ছিল। তারপর একটা গুঞ্জন উঠল, এত তাড়া নিয়ে যাওয়ার কী আছে? প্রাণ আগে, না ট্রেন আগে? তাছাড়া, কোথায় এমন যাবে? 'গোয়িঙ ফার'? সেদিন আফগানি এয়ারপোর্টে দিশাহারা লোকগুলোকে দেখেও আমি মনে মনে বলছিলাম— প্রাণ আগে, না প্লেন আগে? এভাবে প্লেনে চাপা যায়? একটা তরিকা তো আছে না কি? বন্‌ধের পরের দিন খবরের কাগজে একসময় বাঁধাধরা ছবি ছিল জনমানবহীন রাস্তাঘাট, খাঁ খাঁ কলকাতা। পরে দেখেছি, সরকারি বাসে চাপার জন্য মানুষের আকুলিবিকুলি। বাদুড় হার মানবে যেভাবে মানুষ এককুচি পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে যেত। আঞ্চলিক রাজনৈতিক তরজায় যদি যেতে অনাগ্রহ থাকে, তাহলে দেশভাগের ফোটোগ্রাফ আছে। ট্রেনের কামরার মাথায় মাথায় যেভাবে লোটাকম্বল গুটিয়ে য়মথমে আতঙ্কে বোবা হয়ে আছে ভিটে-হারানো মানুষের দল, ত্বকে পদ্মকাঁটা জেগে ওঠে। সব তো গিয়েছে। সামান্য, এই প্রাণটুকু আছে। তারই মীমাংসা করতে মানুষ পালাচ্ছে। যন্ত্রণায় এবং যন্ত্রণা লুকিয়ে। রক্তের মূল্যে এবং রক্তের মূল্য রাখতে। স্বাধীনতার সময়কালে এসপার-ওসপার যত ট্রেন চলাচল করেছিল, সেসব ট্রেন মানুষের পালানোর তাগিদ যত না বহন করেছিল, তার চেয়ে বেশি ধারণা করেছিল লাশ। লালিত করেছিল মৃতের দীর্ঘশ্বাস, আয়াত, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ধ্বনিতরঙ্গ।

'৪৭-উত্তর শরণার্থী শিবিরগুলিতে যে উলঙ্গ বেদনার নৃত্য আমরা দেখেছি আলোকচিত্রমালায়, তারই একটুকরো যেন বা সেদিন অভিনীত হতে দেখলাম আফগান মাটিতে, হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে।

আমেরিকা চলে গিয়েছে। তবু কিছু প্রতিশ্রুতি, বা বলা ভাল দায়িত্বের ভ্রূণ, মাইন-এর মতো পোঁতা তো আছে। আচমকা তার উপর পা পড়লেই ফেটে যাবে। ফলে জাল গুটিয়েও নেওয়া যাচ্ছে না। মাছ বঁড়শিতে লেগে থাকা টোপটুকু খায়। মরণফাঁদ এড়িয়ে চলে। কোন মাছ আর জালে পড়তে ভালবাসে? তাই হয়তো আফগানিস্তানে মাছ হওয়াই ভাল, মানুষের চেয়ে কেননা, মানুষ হলে জালে গিয়ে লাফিয়ে পড়তে হবে। ওই যে হিড়িম্বা রাক্ষসীর মতো দুর্দান্ত বলুর বিমান, তার ভিতরে গিয়ে লাফিয়ে পড়তে হবে। ওই যে হিড়িম্বা রাক্ষসীর মতো দুর্দান্ত বপুর বিমান, তার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। আমরা ফোটোগ্রাফে দেখেছি, এরোপ্লেনের গর্ভগৃহে আশ্রয় ও স্বস্তি পাওয়ার জন্য কীভাবে মানুষ একে অন্যকে ল্যাং মেরে সিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। এরপর যতবার ফ্লাইটে উঠব, দৃশ্যটা হয়তো আমাদের অনেককে তাড়া করে ফিরবে। তাড়া? কতখানি তাড়া থাকলে এরোপ্লেনের পাশে পাশে দৌড়না যায়? কতখানি ত্বরা থাকলে চলন্ত বিমানের ডানার উপর বসে পড়তে চায় ভূতগ্রস্ত মনুর সন্তানেরা? কতথানি অনিশ্ছয়, অনাস্থা, অভক্তি অবিশ্বাস থাকলে মানুষ এমন পড়িমরি করে জায়গা পাকা করতে চায়? বাঁচার বাসনার পারদ কতখানি ঊর্ধ্বগামী হলে মানুষ এরোপ্লেনের রাজকীয় স্টেটাসের ব্যানার একটানে ছিঁড়ে ফেলে সেটাকে সৈন্দিনের বনগাঁ কি ক্যানিং লোকাল করে তুলতে চায়? যারা এখানে সন্দেহের পার্থেনিয়াম বুনতে চাইছে, তাদের বলি, লোকাল ট্রেনের যাত্রীরাও মানুষ। এরোপ্লেনের যাত্রীরাও মানুষ। মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের ওজন করছি না। যেটা বুঝতে চেষ্টা করছি তা হল, যারা সেদিন ফ্লাইটে উঠতে পারল, তারা কতদূর যাবে? 'গোয়িঙ ফার'? যারা সেদিন ফ্লাইটে উঠেতে পারল না, তারা কতদূর যাওয়ার আকঙ্ক্ষা বুকে পোষণ করেছিল? 'গোয়িঙ ফার'?

পিছুটান এবং আফগানিস্তান সমার্থক ক্ষমতাদখল হাতবদল, ক্ষমতার হস্তান্তরের ইতিহাস দেশটাকে খণ্ডহবে পর্যবসিত করেছে। কখনও রুশ তো কখনও আমেরিকা। এক টিপ করে নস্যি নিচ্ছে যে-যার মতো। আর, প্রগাঢ় হওয়াই ভাল, মানুয়ের চেয়ে। কেননা, মানুষ হলে জালে গিয়ে লাফিয়ে পড়তে হবে। ওই যে হিড়িম্বা রাক্ষসীর মতো দুর্দান্ত বপুর বিমান, তার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে। আমরা ফোটোগ্রাফে দেখেছি, এরোপ্লেনের গর্ভগৃহে আশ্রয় ও স্বস্তি পাওয়ার জন্য কীভাবে মানুষ একে-অন্যকে ল্যাং মেরে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল। এরপর যতবার ফ্লাইটে উঠব, দৃশ্যটা হয়তো আমাদের অনেককে তাড়া করে ফিরবে।

তাড়া? কতখানি তাড়া থাকলে এরোপ্লেনের পাশে পাশে দৌড়ানো যায়? কতথানি ত্বরা থাকলে চলন্ত বিমানের ডানার উপর বসে পড়তে চায় ভূতগ্রস্ত মনুর সন্তানেরা? কতখানি অনিশচয়, অনাস্থ, অভক্তি, অবিশ্বাস থাকলে মানুষ এমন পড়িমরি করে জায়গা পাকা করতে 'হ্যাঁচ্চো' দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলেছে। কোনও বিদেশি শক্তি আফগানিস্তানে টিকতে পারে না, ইতিহাস বলে। কিন্তু দেশি শক্তিই -বা কতটা পেরেছে স্বাবলম্বী ও সুতলাং-সুফলাং দেশ গড়ে তুলতে ? ধর্ম, শরিয়ত, লাইট মেশিনগান। গুরে ফিরে এই তো ত্র্যহস্পর্শ। এই তো ত্রৈরাশিক, এই তো ভগ্নাংশ। উন্নয়ন বা শিক্ষা নয়, দেশি ও বিদেশি হুকুমতের মধ্যে এগুলোই তো তফাত করে দেয়। আবার দেশিও বিদেশি শাসনের চেনা স্বরলিপিও কি এগুলোই নয়? আড়াই চালে ক্রমাগত লাফিয়ে লাখিয়ে আফগানিস্তান পঙ্গু ঘোড়ার মতো হয়ে উঠছে। কাঠের পা দিতেই হবে চলার জন্য। দেবে কে? বিদেশি শক্তি, না, দেশি স্বাভিমান?

এই ভাবনা নিয়ে রিসার্চের গোল্লা পাকানো চলবে। আমরা বরং অবসরে ক্ষণিক ফিরে যাই মুজতবা আলী 'দেশে বিদেশে'-র পাতায়। ৯৪ বছর আগের আফগানিস্তান যে এখন আর নেই, থাকতে পারে না, নস্টালজিয়ার সাগর সাঁতরে বাঙালিকে তো মেনে নিতেই হবে। 'দেশে বিদেশে' সাক্ষী, আহমদ আলী বলেছিলেন, 'পাঠানরা বড্ড আড্ডাবাজ। গল্পগুজব না করে সে এক মাইল পথ ও চলতে পারে না।' কাউকে না পেলে দরকার মুচির পাশে দিয়ে বসে পড়বে। বলবে 'দাও তো ভায়া, আমার পয়জারে গোটা কয়েক পেরেক ঠুকে'। এসব বস্তুত অজুহাত। অবান্তর অছিলা। মুচির সঙ্গে খানিক আড্ডা দেবে বলেই জুতো নিয়ে এত হেস্তনেস্ত করার ব্যারায় জেগেছে। বলা বাহুল্য, এই পাঠানের এখন দেখা মেলা ভার। এয়ারপোর্টে প্লেন ধরার জন্য যেভাবে মানুষজন ছুটছে তাতে নিজের প্রাণ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি ধেয়ান আছে বলে তো মনে হল না। আর, এই অবস্থায় সেটাই স্বাভাবিক বেঁচে থাকাই জীবনের সিংহভাগ আশার চারাগাছ বাঁচিয়ে রাখে।

তাহলে এবার কাবুল ও কাবুলিওয়ালা নিয়ে অহৈতুকী রোমান্স ছেনে আমরা কাজের প্রশ্নে অবতীর্ণ হই। প্রাণ আগে, না প্লেন আগে? প্লেনে জায়গা না পেলে প্রাণের নিশ্চয়তা নেই। আর, প্রাণের মায়া আছে বলেই তো প্লেন ধরার জন্য এত দক্ষযজ্ঞ। 'ডিম, না, মুরগি'—কে কার ধাত্রী—এই প্রাচীন ধন্দ সমাসের ধোঁয়াশার মধ্যেই দেখলাম সেই বিকট বিমান অবশেষে রানওয়ের মিচকে মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে গগনে উড়ল। যারা পারল না যেতে, তারা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। যারা চলে গেল, তারা কোথায় গেল? 'গোয়িঙ ফার'? এই থাকা ও যাওয়ার টানামানিতে কয়েকটা প্রাণ আবার নীরব শিউলির মতো এরোপ্লেনের বাইরের শরীর থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ল। ক্যামেরার আকাশভেদী সম্প্রসারণের আমরা দেখলাম, কীভাবে শান্ত বাতাস কেটে জ্যান্ত মানুষগুলো মাটিতে ঠিকরে এসে ঠোক্কার খেতে চলেছে। জীবন থেছকে পালিয়ে না -হয় বাঁচা যায় না । কিন্ত মৃত্যুর পরেও বা আকস্মিকের খেলায় উদ্‌ভ্রান্ত এই মনমরা আফগানরা কোথায় যাবে? 'গোয়িঙ ফার'?(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

আফগানিস্তান আবার তালিবানিস্তান

দীপক সাহা

চিত্র-১ কাবুল বিমানবন্দরে আতঙ্কিত আফগানরা হাজারে হাজারে জড়ো হয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি সামরিক বিমান টেক অফের সময় রনওয়েতে সেটি ঘিরে ধরে তারা। বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকায় বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা মার্কিন সেনাবাহিনীর গুলিতে অন্তত ৫ জন নিহতের খবর পাওয়া গেছে।

চিত্র-২ কাবুল বিমানবন্দরে একটি ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, মরিয়া আফগানারা রানওয়ে বরাবর একটি বিমানের সাথে সাথে ছুটে চলছে এবং অনেকেই বিমানটির গা বেয়ে উঠবার চেষ্টা করছে।

চিত্র-৩ চলন্ত প্লোনের চাকায় নিজেকে বেঁধে নিচ্ছেন কেউ কেউ আরেকটি বদল প্রচারিত ভিডিওতে দেকা যায়, উড্ডননের পর আকাশে থাকা একটি বিমান থেকে দু'জন মানুষ ছিটকে পড়ে গেল। নিমেষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁদের দেহ। নয়, কোনও হরর সিনেমারা দৃশ্য নয়, এই মর্মান্তিক দৃশ্যের বাইরাস ভিডিওগুলির পিছনে কারণ কী ইতিমধ্যে আমরা জেনে গিয়েছি।

আফগানিস্তানে পালাবদল কুড়ি বছর পর তালিবানদের কাছে আফগানি সরকারের নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছে, একই সঙ্গে উপমহাদেশের ভাগ্যাকাশে দেখা দিয়েছে আশঙ্কার মেঘ। আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে মার্কিন ও নাট্যের সেনা। সেই সুযোগে সশস্ত্র তালিবান অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাবুল সহ গোটা আফগানিস্তান দখল করে নিয়েছে। রাজধানী কাবুলে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ও রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে তালিবানের সশস্ত্র বাহিনী। দেশবাসীকে অন্ধকারে রেখে প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি প্রাণ বাঁচাতে গোপনে প্লেনে করে দেশে ছেড়ে পালিয়েছেন।

আফগানিস্তানের নাম ফের বদলে নতুন নাম 'ইসলামিক অ্যামিরেটস অফ ানিস্তান'। তালিবান বদটির রাজনৈতিক শাখা প্রধান মোল্লা আবদুল গনি বারাদার আখুন্দ জাতির উদ্দেশে দেওয়া একটি ভিডিও বার্তায় মন্তব্য করেন, সুষ্ঠুভাবে সরকার পরিচালনার আসল পরীক্ষা মাত্র শুরু হয়েছে। মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী তাদের সমস্যা সমাধান এবং সেবা প্রগানের মাধ্যমে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কিন্তু দু'দশক আগে তালিবান জমানার ইতিহাস বিপরীত সাফী দেয়। কী সেই ইতিহাস একটু কালিয়ে নেওয়া যাক।

তালিবান কারা? তালিবান শব্দটি তালিব শব্দের বঙ্গবচন, যার অর্থ জ্ঞান তলবকারী বা ছাত্র, পশতু ভাষায় শিক্ষার্থী (১৯৭৯-৮৯) সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ১৯৯০-এর গোড়ার দিকে আফগান মুজাহিদিনরা এই গোষ্ঠীটি গঠন করে। গৃহযুদ্ধের মধ্যে মোল্লা ওমর নেতৃত্বাধীন তালিবান বাহিনী ১৯৯৬ সালে আফগানিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। তবে ২০০১ সালের সব সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর মার্কিন অভিযানে আফগানিস্তানের ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়েছিল তালিবানরা। পরবর্তীতে হামিদ কারজাই তাঁর ১৩ বছরের শাসন এবং এরপর আশরাফ গনির ছয় বছরের শাসনও আফগানিস্তানে স্থিতিসীলতা আনতে পারেনি। অভিযানের বিখাল ব্যয় বহনের চাপে থাকা যুক্তরাষ্ট্র ২০১৮ সাল তালিবানের সঙ্গে যুক্তি করে আফগানিস্তান চাড়ার পথ তৈরি করে। সেই সূত্রপাত আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের।

দু'দশক আগে আফগানিস্তানের জনগণ তালিবানের শাসনে ছিল। ইসলামি শাসনের নামে কঠোর আইনে দেশ পরিচালনা করত তারা। প্রথম শাসনামলে তালিবান গোষ্ঠীটি দুর্নীতিসহ অনেক কিছুতেই সফলতা পায়। কিন্তু ক্রমশ তাদের শাসন ব্যবস্থা কঠোরতার করে তোলে। তালিবানের আইন প্রাক- ইসলামিক পশতুন আদিবাসী রীতি ও সৌদি মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষকতার ওয়াবাহি ভাবাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। তাদের আইনে হত্যাকারী ও ব্যাভিচারীদের প্রকাশ্যে ফাঁসির প্রচলন ছিল। তালিবানের শাসনে দেশটির সাধারণ মানুষের জীবন অনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়ে। দিন যত গড়ায় নাগরিকদের জন্য নতুন নতুন বিধিনিষেধ যুক্ত হয়। মধ্যে মুসলিম পুরুষদের দাড়ি রাখা এবং নারীদের বোরখা পড়া বাধ্যতামূলক করে। টেলিভিশন দেখা, গান শোনা ও সিনেমা দেখা নিষিদ্ধ হয়। ১০ বছর বয়সী মেয়েদের পড়ালেখা নিষিদ্ধ করে তালিবান সরকার।

২০০১ সালে তালিবানের পতনের পর ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত কারণে অনেকেই বোরখা পরা অব্যাহত রাখলেও লাখ লাখ আফগান মহিলা দেশটির নবযুগের সূচনার প্রতীক হিসেবে বোরখাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তালিবানের শাসনে শরিয়াহ আইন ফেরার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দেখা গেছে কাবুলের বিভিন্ন দেওয়াল থেকে মহিলাদেরছবি মুছে ফেলার মধ্য দিয়ে। কাবুলে বোরখা কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। অনেকের আশঙ্ক আবার তালিবানরা ক্ষমতায় ফিরে আসায় মহিলাদের সার্বিক মানবাধিকার অধিকার বিপন্ন হতে চলেছে। ফিজিসিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস, পিএইচআর-এর জামানাতে, তালিবান ছাড়া বিশ্বের অন্য কোনও শাসনব্যবস্থা তার অর্ধেক জনগোষ্ঠীকেত রীতিমতো গৃহবন্দি করতে হিংস্রভাবে, শারীরিক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মাধ্যমে বাধা করে না। তালিবানরা নারীদের শিক্ষিত হতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ঘর থেকে বের হওয়া মহিলাদের বোরখা পরা ও সাথে একজন পুরুষ আত্মীয় থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়। নিয়ম অমান্য করলে প্রকাশ্যে মারধর করা হয়। নারীর কর্মসংস্থান মেডিকেল সেক্টর সীমাবদ্ধ করা হয়, যেখানে পুরুষ চিকিৎসা কর্মীদের নারী ও মেয়েদের চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ হয়। মহিলাদের কর্মসংস্থানের উপর এই ব্যাপক নিষেধাজ্ঞার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি ব্যাপকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, কারণ তালিবানের উত্থানের পূর্বে প্রায় সহ শিক্ষকই ছিলেন নারী। নাগরিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রবল আকার নিয়েছিল। নারীদের তুলনায় পুরুষদের কিছুটা স্বাধীনতা থাকলেও নামাজের সময় ধর্মীয় পেশাক পরা বাধ্যতামূলক ছিল। সংখ্যালঘুদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয়। ঐতিহাসিক ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নষ্ট করে। ২০০১ সালে তালিবান গোষ্ঠী দেশটিতে বামিয়ান বুদ্ধের মূর্তি ধ্বংস করে দেয়। সেই সময় তালিবানরা প্রচুর আন্তর্জাতিক নিন্দার সম্মুখীন হয়। অনেকের আশঙ্কা, দু'দশক পর আবার সেই মধ্যযুগীয় বর্বরদশা পিরে আসছে আফগানিস্তানে। সেনা প্রত্যাহারের পর তালিবানরা খুব সহজে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ ন্যেয়ায় ঘরে বাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আফগানিস্তানের সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি ঠিক ছিল বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট। বাইডেনের আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে অনেকের মনে নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। মার্কিন সেনাবাহিনী আফগানিস্তানের ভূমি ছাড়ার ১০০ দিনের মধ্যে তালিবানরা কাবুল দখল করে নিল কীভাবে? কুড়ি বছর আফগান সরকারের সেনাবাহিনীকে তাহলে কী ধরনের আধুনিক প্রশিক্ষণ দিল মার্কিন সরকার? দ্বিতীয় এত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তালিবান বাহিনী পেল কীভাবে? এর পিছনে রহস্য কী? অনেকের মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে জব্দ করার জন্য এক সময় আমেরিকা তালিবানদের সমর্থন করেছিল এবং পারবর্তীতে ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার কাছে দেখা দেন ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হিসেবে। এখন আবার বাইডেনের মুখে উল্টো সুর। বাইডেন যতই নিজের পক্ষে সাফাই গান না কেন, তাদের উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাগী চরিত্র আবার প্রকাশ্যে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রানের বিরুদ্ধে পুণে ও নাসিকে এফআইআর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন কোনও অপরাধ করিনি

মুম্বই, ২৪ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করায় এফআইআর দায়ের হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে। যুব সেনার অভিযোগের ভিত্তিতে নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। পুণে শহরের চতুরশৃঙ্গি পুলিশ স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ও ৫০৫ নম্বর ধারায় নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। ইতিমধ্যেই রত্নাগিরির চিপলুনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে পুণে সিটি পুলিশের একটি টিম।

পুণে ছাড়াও নাসিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। নাসিকের শিবসেনা প্রধানের অভিযোগের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে নাসিক সাইবার পুলিশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার, রানেকে গ্রেফতার করার জন্য ডিসিপি সঞ্জয় বারকুন্দের নেতৃত্বে টিমও গঠন করা হয়েছে। সোমবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে। উদ্ধব ঠাকরেকে তিনি ''চড় মারতে'' চান বলেও মন্তব্য করেন। কিন্তু কেন? উদ্ধব ঠাকরে নাকি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে স্বাধীনতার বছরই ভুলে যান! তাই তাঁকে চড় মারতে চান বলে মন্তব্য করেন নারায়ণ রানে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে যুব সেনা ও শিবসেনা। পুণে শহরের চতুরশৃঙ্গি পুলিশ স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ও ৫০৫ নম্বর ধারায় দায়ের হয়েছে এফআইআর। নাসিকেও দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে অবশ্য জানিয়েছেন, 'আমি কোনও অপরাধ করিনি।' নারায়ণ রানে মঙ্গলবার সকালে জানিয়েছেন, 'আমার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। আমি সাধারণ মানুষ নই। আমি কোনও অপরাধ করিনি। ১৫ আগস্ট সম্পর্কে কেউ যদি না জানেন, তাহলে সেটা কী অপরাধ নয়? আমি বলেছি চড় মারতাম, এটা কোনও অপরাধ নয়।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আগরতলা রক্তদান শিবিরের পরিদর্শন করেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। ছবি ঃ নিজস্ব

রত্নাগিরিতে আটক নারায়ণ রানে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

মুম্বই, ২৪ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্যের জন্য অস্বস্তি বেড়েই চলেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের পুণে ও নাসিকে দায়ের হয়েছে এফআইআর। এফআইআর বাতিলের আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা নারায়ণ রানে। মঙ্গলবারই বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এরইমধ্যে রত্নাগিরিতে নারায়ণ রানেকে আটক করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করায় এফআইআর দায়ের হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে। যুব সেনার অভিযোগের ভিত্তিতে নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। পুণে শহরের চতুরশৃঙ্গি পুলিশ স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ও ৫০৫ নম্বর ধারায় নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। পুণে ছাড়াও নাসিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে অবশ্য জানিয়েছেন, 'আমি কোনও অপরাধ করিনি।' নারায়ণ রানে মঙ্গলবার সকালে জানান, 'আমার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে, এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না। আমি সাধারণ মানুষ নই। আমি কোনও অপরাধ করিনি। ১৫ আগস্ট সম্পর্কে কেউ যদি না জানেন, তাহলে সেটা কী অপরাধ নয়? আমি বলেছি চড় মারতাম, এটা কোনও অপরাধ নয়।' এবার এফআইআর বাতিলের আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নারায়ণ রানে।

উল্লেখ্য, সোমবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে। উদ্ধব ঠাকরেকে তিনি ''চড় মারতে'' চান বলেও মন্তব্য করেন। কিন্তু কেন? উদ্ধব ঠাকরে নাকি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে স্বাধীনতার বছরই ভুলে যান! তাই তাঁকে চড় মারতে চান বলে মন্তব্য করেন নারায়ণ রানে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে যুব সেনা ও শিবসেনা। পুণে শহরের চতুরশৃঙ্গি পুলিশ স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ও ৫০৫ নম্বর ধারায় দায়ের হয়েছে এফআইআর। নাসিকেও দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। এবার রত্নাগিরিতে নারায়ণ রানেকে আটক করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ।

রত্নাগিরিতে গ্রেফতার নারায়ণ রানে, ক্ষোভপ্রকাশ জে পি নাড্ডার

মুম্বই, ২৪ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্যের জন্য অস্বস্তি বেড়েই চলেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রের পুণে ও নাসিকে দায়ের হয়েছে এফআইআর। এফআইআর বাতিলের আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা নারায়ণ রানে। মঙ্গলবারই বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এরইমধ্যে রত্নাগিরিতে নারায়ণ রানেকে গ্রেফতার করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানাকে গ্রেফতার করায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। নাড্ডা টুইট করে লিখেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে গ্রেফতার করে সাংবিধানিক মূল্যবোধ লঙ্ঘন করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। এভাবে আমরা ভয়ও পাব না, আমাদের দমনও করা যাবে না।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করায় এফআইআর দায়ের হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে। যুব সেনার অভিযোগের ভিত্তিতে নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। পুণে শহরের চতুরশৃঙ্গি পুলিশ স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ও ৫০৫ নম্বর ধারায় নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। পুণে ছাড়াও নাসিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে অবশ্য জানিয়েছেন, 'আমি কোনও অপরাধ করিনি।' নারায়ণ রানে মঙ্গলবার সকালে জানান, 'আমি কোনও অপরাধ করিনি। ১৫ আগস্ট সম্পর্কে কেউ যদি না জানেন, তাহলে সেটা কী অপরাধ নয়? আমি বলেছি চড় মারতাম, এটা কোনও অপরাধ নয়।' প্রসঙ্গত, এফআইআর বাতিলের আবেদন জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন নারায়ণ রানে।

উল্লেখ্য, সোমবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে। উদ্ধব ঠাকরেকে তিনি ''চড় মারতে'' চান বলেও মন্তব্য করেন। কিন্তু কেন? উদ্ধব ঠাকরে নাকি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে স্বাধীনতার বছরই ভুলে যান! তাই তাঁকে চড় মারতে চান বলে মন্তব্য করেন নারায়ণ রানে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে যুব সেনা ও শিবসেনা। পুণে শহরের চতুরশৃঙ্গি পুলিশ স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ও ৫০৫ নম্বর ধারায় দায়ের হয়েছে এফআইআর। নাসিকেও দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। এবার রত্নাগিরিতে নারায়ণ রানেকে গ্রেফতার করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা মন্ত্রী-বিধায়কের একাংশের

চণ্ডীগড়, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : ফের প্রকাশ্যে পঞ্জাবের কংগ্রেসের কোন্দল। মঙ্গলবার কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বকে চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করলেন তাঁরই মন্ত্রিসভার পাঁচ মন্ত্রী ও প্রায় ২৪ জন বিধায়ক। তাঁরা সরাসরি জানিয়ে দিলেন, অমরিন্দরের নেতৃত্বের উপর তাঁদের আস্থা নেই। এই বিদ্রোহী মন্ত্রী ও বিধায়করা মঙ্গলবার দেখা করেন মন্ত্রী তৃপ্তি বায়েওজার সঙ্গে। তাঁর বাড়িতেই বৈঠক হয়।

সেখানে শীর্ষ নেতৃত্বকে চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি বৈঠকে ঠিক হয়েছে, পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লিতে সনিয়া গাঁধীর সঙ্গে দেখা করবে। সেখানেই অমরিন্দরের নেতৃত্ব জনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে। বিদ্রোহীদের পক্ষ সুখজিন্দর রানধাওয়া বলেন, "পার্টির দিল্লি নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রী বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা এ ক্ষেত্রে আমাদের মতামত জানাতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ আমাদের মনে হচ্ছে, অমরিন্দরকে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করে যদি কংগ্রেস ভোটে লড়ে, তাহলে ফল খুব একটা ভাল হবে না।"

অমরিন্দর বিরোধী গোষ্ঠীর তরফ থেকে বলা হয়েছে, "আমাদের কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, তাও আমরা বিষয়টির নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আগের বিধানসভা ভোটে দেওয়া একাধিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হয়নি, সেটাই জানিয়ে রাখতে চাইছি শীর্ষ নেতৃত্বকে।"

মুকুল রায়কে পিএসি চেয়ারম্যান, শুনানিতে আক্রমণাত্মক ভূমিকা বিজেপি-র আইনজীবীর

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : ৫৪ বছরের ইতিহাস ভাঙা হয়েছে। একজন দলত্যাগী বিধায়ককে কীভাবে পিএসি চেয়ারম্যান করা হল? পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতাকেই এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়। কিন্তু এবারে বিজেপির টিকিটে জেতা দলবদলু মুকুল রায়কে কেন এই পদ দেওয়া হয়েছে? এই প্রশ্ন তুলে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। মঙ্গলবার যার শুনানিতে আক্রমণত্মক ভূমিকা নেন বিজেপি বিধায়কের আইনজীবি। কলকাতা হাইকোর্টে কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায় এই জনস্বার্থ মামলা করেন। যার ভিত্তিতে এদিন শুনানি শুরু হয়। কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চে এই মামলা শুনানি এদিন ১২ টার সময় শুরু হলে পিএসি চেয়ারম্যান নিয়োগ নিয়ে আদালতের সামনে একাধিক তথ্য তুলে ধরেন আইনজীবি বিএস বৈদ্যনাথন। তিনি এদিন জানিয়েছেন, তৃণমূলে এসে সরকারি ভাবে বিজেপি থেকে ইস্তফা দেওয়ার আগেই মুকুল রায়কে চেয়ারম্যান করা হয়। এটা সংবিধানের দশম তফসিল লঙ্ঘন করা হয়েছে। এতে ৫৪ বছর ধরে বিরোধী দলের নেতাকে পিএসি চেয়ারম্যান করার ঐতিহ্যও লঙ্ঘিত হয়েছে।

এদিন সরকার পক্ষের আইনজীবী কোনও সওয়াল করেননি। হাইকোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিজেপি বিধায়কের আইনজীবি জানান, "মণিপুর বিধানসভা মামলায় এই ধরনের আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্ট তিন মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। এই ভাবে মামলার শুনানি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা যাবে না।"

বিজেপি বিধায়কের আইনজীবিকে দুই বিচারপতি রাজেশ বিন্দল ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চের তরফে জানানো হয় আদালতের নিজস্ব একটা নিয়ম আছে। তার ভিত্তিতেই কাজ হচ্ছে। এদিন পিএসি চেয়ারম্যান মুকুল রায় ও স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই মামলা নিয়ে নির্দিষ্ট হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আগামী ৬ তারিখের আগে এই হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দুই বিচারপতির বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, পিএসি চেয়ারম্যান নিয়ে আগেই মুকুল রায়ের অনুপস্থিতিতে বিধানসভায় শুনানি হয়েছে। সেখানেই শুভেন্দুবাবু জানিয়ে দেন এবার তিনি আদালতে যাবেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আফগানিস্তান থেকে হাইজ্যাক ইউক্রেনের বিমান! ইয়েনিনের দাবি খারিজ কিয়েভের

কাবুল, ২৪ আগস্ট (হি.স.): অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা হাইজ্যাক করেছে ইউক্রেনের বিমান। আফগানিস্তান থেকে ইউক্রেনের নাগরিকদের উদ্ধারের জন্য এসেছিল বিমানটি, ইউক্রেনের বিমানটিকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ইরানে। মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছিলেন ইউক্রেনের উপ বিদেশ মন্ত্রী ওয়াই ইয়েনিন। যদিও, ইউক্রেনের উপ বিদেশ মন্ত্রীর দাবি খারিজ করেছে কিয়েভ।

মঙ্গলবার ইউক্রেনের উপ বিদেশমন্ত্রী ইয়েভগেনি ইয়েনিন দাবি করেন, আফগানিস্তানে থেকে ইউক্রেনের নাগরিকদের উদ্ধার করতে যাওয়া একটি বিমানকে কাবুল বিমানবন্দর থেকে হাইজ্যাক করা হয়েছে। তবে ঘটনার নেপথ্যে কে রয়েছে, তা প্রাথমিক ভাবে তিনি জানাতে পারেননি। অজ্ঞাত পরিচয় বেশ কয়েকজন বিমানটিকে ইরানে নিয়ে গিয়েছে বলে জানান তিনি। যদিও, উপ বিদেশমন্ত্রীর এই দাবি অমূলক বলে দাবি করা হয়েছে ইউক্রেনের সরকারের তরফে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সোপোরে-সংঘর্ষে ৩ জঙ্গির মৃত্যু, ২০২১-এ কাশ্মীরে খতম ১০০-র বেশি সন্ত্রাসী

শ্রীনগর, ২৪ আগস্ট (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি-নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে ৩ জন লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম-ফৈজাল ফায়াজ, মুস্তাফা শেখ ও রামিজ গনি। মঙ্গলবারের এনকাউন্টারে ৩ জন সন্ত্রাসবাদী নিকেশ হওয়ার পর কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, 'জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিনার কর্পস, সিআরপিএফ ও কাশ্মীরের জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, ২০২১ সালে কাশ্মীর ডিভিশনে নিকেশ হয়েছে ১০০-র বেশি জঙ্গি।'

কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বারামুল্লা জেলার সোপোরের পেঠ শীর এলাকায় জঙ্গিদের গতিবিধি বেড়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে এই খবর পাওয়া যায়। এরপরই ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। সোমবার রাত থেকে অভিযান চলতে থাকে। রাতভর অভিযানের পর মঙ্গলবার দুপুরে কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোপোরে সংঘর্ষে ৩ জন লস্কর (টিআরএফ) সন্ত্রাসবাদী নিকেশ হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল, দু''টি পিস্তল ও অন্যান্য বেআইনি সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

কানপুরে গাড়ি-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত দুই, প্রাণে বাঁচলেন ৩ জন

কানপুর, ২৪ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দু''জন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ৩ জন। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কানপুরের রাই পূর্বা থানার অন্তর্গত চাচা নেহেরু হাসপাতালের কাছে। ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে গাড়িটির সামনের অংশ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে রাই পূর্বা থানার অন্তর্গত চাচা নেহেরু হাসপাতালের কাছে একটি ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের, আহত হয়েছেন ৩ জন। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাক ও গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

চিন্তা বাড়াচ্ছে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি, পুতিনের সঙ্গে ৪৫ মিনিট কথা মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): তালিবানের দখলে চলে যাওয়া আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমেই চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে এবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে প্রায় ৪৫ মিনিট কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছেন তাঁরা। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়েও পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই জানিয়েছেন, 'আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে বিশদে ও প্রয়োজনীয় মতবিনিময় হয়েছে। কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতা-সহ দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিবিড়ভাবে পরামর্শ চালিয়ে যেতে রাজি হয়েছি।' প্রসঙ্গত, এর আগে সোমবার জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মের্কেলের সঙ্গে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছিলেন মোদী।

শীর্ষ আদালতের সামনে আগুন লাগিয়েছিলেন শরীরে, পুরুষের পর মহিলারও মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না, বিগত ৮-দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে চোখই বুঝে ফেললেন। গত ১৬ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের সামনে শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন একজন মহিলা ও পুরুষ। গত ২১ আগস্ট, শনিবার মৃত্যু হয়েছিল ওই পুরুষের। এবার ওই মহিলাও প্রাণ হারালেন। গত ১৬ আগস্টের ঘটনা। সুপ্রিম কোর্টের গেট নম্বর ডি থেকে শীর্ষ আদালত চত্বরে প্রবেশ করার সময় ওই দু''জনকে আটকে দেন নিরাপত্তা রক্ষীরা। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে প্রবেশ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিচয়পত্র দেখতে পারেননি তাঁরা। তাই তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরই দু''জন শরীরে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই দু''জনকে দগ্ধ অবস্থায় দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁদের চিকিৎসা চলছিল। গত শনিবার মৃত্যু হয়েছিল পুরুষের, মঙ্গলবার ওই মহিলারও মৃত্যু হল।

অবশেষে স্বস্তি! কাবুল থেকে ফিরছেন ২৫ জন ভারতীয়-সহ ৭৮ জন

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): অবশেষে স্বদেশে ফেরার প্রতীক্ষিত স্বস্তি। আফগানিস্তান থেকে ৭৮ জন যাত্রীকে নিয়ে ভারতে আসছে বিশেষ বিমান, ওই বিমানে থাকা ৭৮ জনের মধ্যে ২৫ জন ভারতীয় নাগরিক। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, আফগানিস্তান থেকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তনে সাহায্য। ২৫ জন ভারতীয়-সহ ৭৮ জনকে নিয়ে দিল্লিতে আসছে এআই ১৯৫৬ বিমান, দুশানবে হয়ে বিমানটি দিল্লিতে আসবে। ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে কাবুল বিমানবন্দর থেকে ওই ৭৮ জনকে আনা হচ্ছে।

তালিবান-কবলিত আফগানিস্তান থেকে ফেরার আনন্দ ওই ৭৮ জনের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। বিমানের ভিতরেই তাঁরা বলতে থাকেন, 'জো বোলে সো নিহাল সৎ শ্রী আকাল', 'ওয়াহেগুরু জি কা খালসা ওয়াহেগুরু জি কি ফতেহ'। এখন শুধু ভারতের মাটিতে পা রাখার অপেক্ষায় ওই ৭৮ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অনেকদিন পর স্বস্তি, কিছুটা সস্তা হল পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): অনেকদিন পর দাম কমল পেট্রোল ও ডিজেলেরঊ গোটা দেশে কার্যকরী হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলের নতুন দামঊ খুব বেশি না হলেও, জ্বালানি তেলের দাম সামান্য কমায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন দেশবাসীঊ দিল্লিতে ০.১৫ পয়সা, কলকাতায় ০.১১ পয়সা, মুম্বইয়ে ০.১৪ পয়সা ও চেন্নাইয়ে ০.১২ পয়সা কমেছে লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম। ডিজেলের ক্ষেত্রে দিল্লিতে দাম কমেছে ০.১৫ পয়সা, কলকাতায় ০.১৫ পয়সা, মুম্বইয়ে ০.১৬ পয়সা ও চেন্নাইয়ে ০.১৪ পয়সা। নতুন মূল্য অনুযায়ী মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ১০১.৪৯ টাকা ঊ কলকাতায় ১০১.৮২ টাকা , মুম্বইয়ে ১০৭.৫২ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৯৯.২০ টাকাঊ অন্যদিকে, দিল্লিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমে হয়েছে ৮৮.৯২ টাকা ঊ কলকাতায় ডিজেলের নতুন দাম ৯১.৯৮ টাকা, মুম্বইয়ে ৯৬.৪৮ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৯৩.৫২ টাকাঊ গত রবিবার দাম কমেছিল জ্বালানি তেলের, তবে সোমবার দামে কোনও পরিবর্তন আসেনি। কিন্তু, মঙ্গলবার সেই দামে এল কাঙ্খিত পরিবর্তন।

কোভিডের প্রকোপ কমছে ব্রাজিলে, সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই আয়ত্তের মধ্যে

রিও ডি জেনেইরো, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা ১৪-হাজারের নীচে নেমে এল, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য আগের দিনের তুলনায় একটু বেড়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ৩৭০ জন (আগের দিন ৩৩১ জনের মৃত্যু হয়েছিল) রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৪৪ জন করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ১০৩ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০, ৫৮৩,৯৯৪ জন।

ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সংক্রমণ ও মৃত্যু উভয়ই আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। ব্রাজিলে আগের দিন দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১৪,৪০৪, সোমবার সারাদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩,১০৩ জন, যা অনেকটাই স্বস্তির। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৯,৪৭৯,৯৪৭ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,২৯,১০৩ জন।

১.১১-লক্ষাধিক দৈনিক সংক্রমণ, আমেরিকায় করোনায় ৪০৬ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ২৪ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আমেরিকায়, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১.১১-লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ৪০৬ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,১১,১৩৪ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ৪০৬ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬৭ জনের। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,১১,১৩৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪০৬ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮,৮১৪,৫৯৬-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩০,৫৭০,২২৯ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,৫৯৭,৭০০-তে পৌঁছেছে।

বঙ্গোপসাগরে ৫.১ তীব্রতার ভূমিকম্প, কাঁপল তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের একাংশ

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বঙ্গোপসাগর। জাতীয় ভূতাত্ত্বিক কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩৫ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয় বঙ্গোপসাগরে, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের একাংশে কম্পন অনুভূত হয়। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়নি। তবে সুনামি নিয়ে কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.১।

জাতীয় ভূতাত্ত্বিক কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩৫ মিনিট নাগাদ ৫.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় বঙ্গোপসাগরে। অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ২৯৬ কিলোমিটার, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্ডির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে ৩১২ কিলোমিটার, অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের দক্ষিণ-পূর্বে ৩৩৯ কিলোমিটার, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতির পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে ৩৮৬ কিলোমিটার, চেন্নাইয়ের পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে ৩২০ কিলোমিটার দূরে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং চেন্নাই-সহ উত্তর তামিলনাড়ুর একাংশে কম্পন অনুভূত হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

এক ভুতুড়ে রুটির গল্প

বেশ কিছুদিন আগের কথা। আমি তখন বিজ্ঞান গবেষক হিসেবে আণবিক শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারে কাজ করছি। প্রতিদিন প্রায় ৮০ কিলোমিটারের জার্নি এবং আরও কিছু কারণে আমার শারীরিক অবস্থাটা ভালো যাচ্ছিল না। এ নিয়ে আমার এক সহকর্মী

বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলাম। সে কিছুক্ষণ চুপ থেকে রহস্যময় ভঙ্গিমায় আমার স্বাস্থ্য ও চিকিতা সম্পর্কে নিচু স্বরে কিছু পরামর্শ দিল। তার বক্তব্য হলো: আমার কাছে এর ভালো চিকিতা আছে। তবে এর প্রথম শর্ত হলো এই বিশেষ চিকিতার প্রতি তার বিশ্বাস থাকতে হবে। আর চিকিতা পদ্ধতিটা খুব সাদাসিধে। এর মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো একটা সাদাসিধে রুটি। আমি তোকে সেই রুটি দেব।

আমি কৌতূহলী হলাম, 'রুটি!'

'হ্যাঁ, রুটি। তবে তা সাধারণ রুটি নয়। ঈশ্বর প্রদত্ত এক রুটি। আদিকাল থেকে তা চলে আসছে। যত দূর জানা যায়, স্বপ্নে পাওয়া এই রুটি এক সন্ন্যাসী প্রথম সংগ্রহ করেছিল হিমালয় থেকে নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র নদের এক পাড় থেকে। সেই রুটি তিনি আশ্রমে নিয়ে আসেন। স্বপ্নের নির্দেশ মোতাবেক তা তিনি রাখেন দই-শেষের খালি পাতিলে। পাতিল ধুয়েমুছে দই ফেলে দিলে এই অলৌকিক রুটি কাজ করে না। তখন এটা এর দৈবশক্তি হারায়।'

এরপর বন্ধু আমাকে সংক্ষেপে আরও বলল, 'তোকে আমি সেই রুটি দেব। এটি এসেছে কুমিল্লার এক অজপাড়াগাঁ থেকে। সেটা তুই বাসায় নিয়ে একটা খালি পাতিলে তিন চামচ চিনি, সামান্য চা-পাতা ও কিছু পানি মিশিয়ে তাতে রেখে, পাতিলটা ঢেকে গোপন জায়গায় রাখতে হবে। তা খুলবি সাত দিন পর। এর আগে নয়। এখানে একটা সাবধানবাণী আছে। সাত দিনের আগে পাতিলের ঢাকনা খুললে দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা থাকে।'

সামান্য বিরতি দিয়ে বন্ধু আবার শুরু করে, 'সাত দিন পর ঢাকনা খুলে তুই দেখবি পাতিলের একটা রুটির জায়গায় দুটো রুটি হয়ে আছে। এখানে একটা শর্ত হলো, দুটো রুটি থেকে একটা অন্য আরেকজনকে দিতে হবে। রুটির নিচে যথারীতি কিছু তরল রসও থাকবে। সেই রসটুকুই হলো তোর ওষুধ। তবে তা ব্যবহারের একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। সেটি হলো ফজরের নামাজের পর পাক-পবিত্র অবস্থায় সেই রুটির পাতিল থেকে মেপে দুই চামচ রস তুলে খেতে হবে।'

সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে কৌতূহলী হয়ে বন্ধুর নির্দেশমতো নিয়ম মেনে রুটিটি যত্নসহকারে গোপন জায়গায় রেখে দিলাম।

এরপর বিজ্ঞানী হিসেবে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন দেখা দিল। প্রথম প্রশ্ন: রুটি আটার তৈরি আগুনে সেঁকা দেওয়া একটা খাবার। তা অবশ্যই মৃত। সেখান থেকে দ্বিতীয় আর একটা রুটি কেমন করে হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন: চিনি-চা-পাতা-পানির মিশ্র মাধ্যমে যদি নতুন কিছু জন্মায়, তা অবশ্যই জীবিত বস্তু হতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে আমি ভাবতে থাকি। কিছুটা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমি পরদিন সকালে বন্ধুর নিষেধ অমান্য করে পাতিলটা সামান্য খুলে দেখি, ততক্ষণে প্রথম রুটির গায়ে দ্বিতীয় রুটির একটা পাতলা ছাঁচ তৈরি হয়ে গেছে। এই দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে আমি বিজ্ঞান বিশ্লেষণের আঙ্গিকে ব্যাপারটা সাজানোর চেষ্টা করি:

১. সাত দিনের আগে পাতিল খুলে দেখায় আমি দৃষ্টিশক্তি হারাইনি।

২. রুটিটি মৃত নয়, বরং তা জীবিত কোনো বস্তু, যা বংশবিস্তার করে থাকে। এই বংশবিস্তার অবশ্যই যৌন-অযৌন, স্পোর ফর্মেশন থেকে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে (ডিএনএ রেপ্লিকেশন) হতে হবে।

৩. এদের জিইয়ে থাকা ও বংশবিস্তারের জন্য অবশ্যই খাদ্য-রসের প্রয়োজন হবে। (এ ক্ষেত্রে তা চিনি-চা-পাতা-পানি দেওয়া হয়েছে।) কেননা, রুটিটি হালকা হলদে রঙের। এতে বৃক্ষজাতীয় প্রাণের বৈশিষ্ট্য সবুজ কণা (ক্লোরোফিল) নেই। এগুলো সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের খাবার তৈরি করতে পারে না। এই 'রুটি' অবশ্যই পরজীবীজাতীয় কোনো উদ্ভিদ, যা এদের পুষ্টি ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য অন্য উৎসের ওপর নির্ভরশীল (পরজীবী)।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে আমি ছোট্ট পরীক্ষণ চিন্তা করি। সেদিন আমি ল্যাবে যাওয়ার সময় পরিষ্কার বোতলে পাতিল থেকে অল্প রস নিয়ে যাই এবং দুটি সাধারণ পরীক্ষণ সাজাই। সেই রস আমি দুই ভাগে ভাগ করি এবং সমান আকার-আকৃতির দুটি বোতল নিই।

বোতল ১: বাড়ি থেকে আনা চিনি-চা-পাতা-পানির রস অর্ধেক বোতলে ঢেলে দিই।

বোতল ২: অবশিষ্ট রস শুধু পানির মাধ্যমে বোতল একেবারে ভরে রেখে দিই (বাতাসহীন)।

পর্যবেক্ষণ: পরদিন যথারীতি বোতল দুটি পরীক্ষা করি।

বোতল ১-এ দেখা গেল, বোতলের পুরো পরিধি ধরে হালকা হলদে বর্ণের একটি তথাকথিত 'রুটি' তৈরি হয়েছে।

২: বোতল ২-এ কোনো কিছুর জন্ম হয়নি।

উপসংহার: পরীক্ষণ পাত্রে যেহেতু রুটি আকারের আস্তর না জন্মেছে, সেখানে ধরে নেওয়া যায় যে তাতে প্রজননের একক (স্পোরজাতীয় কিছু) বিদ্যমান ছিল। তথাকথিত রুটিটি একটি ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ , যা ছত্রাকবিজ্ঞান বা এর আওতাধীন। বর্তমান সময়ে তা ছত্রাক জগত রূপে বিবেচিত। ছত্রাক অতি আদিম নিউক্লিয়াসযুক্ত জীব। এগুলো সালোকসংশ্লেষণে যায় না বলে এদের খাদ্যাভ্যাস হয় মিথোজীবিতা , না হয় পরজীবিতা। আমাদের আলোচিত 'রুটিটি' পরজীবী, অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে এগুলো খাদ্যরস সংগ্রহ করে। আমাদের পরীক্ষণ পাতিলে তা হলো চিনি, চা পাতা, পানির মিশ্রণ। তা না হলে বোতল ২ পরীক্ষণ পাত্রেও রুটি জন্মাতে পারত।

ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুমও ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদ, এগুলো খাদ্য হিসেবে আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত। এগুলো মাটি, গাছের কাণ্ড বা অন্য কোনো বর্জ বস্তুর ওপর জন্মায়। এগুলো সবই মৃতভোজী। তবে সব মাশরুম খাদ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এগুলোর মধ্যে যথেষ্টসংখ্যক বিষাক্ত প্রজাতিও রয়েছে। সুতরাং, শুধু আহারযোগ্য চিহ্নিত প্রজাতিগুলো আমরা খাই এবং আমাদের দেশেও এগুলোর বাণিজ্যিক চাষের প্রসার হচ্ছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এই অলৌকিক মহৌষধ রুটি সম্পর্কে আরও খোঁজখবর করতে গিয়ে জানতে পারলাম, খোদ আমার পরিবারের এক অতি নিকটজন বহুদিন থেকে এই রুটির রস খেয়ে চলেছেন। তিনি এক পুরোনো হৃদরোগী। কথায় কথায় আরও জানতে পারলাম, পুরোনো এক পেটের অসুখের রোগী দীর্ঘদিন এই রুটির রস ব্যবহার করে ফল না পেয়ে পুরো রুটিটাই একদিন খেয়ে ফেলেন এবং মারা যান। এর অর্থ দাঁড়ায় এই দরুটি'তে বিষাক্ত উপাদান রয়েছে। এটা খাওয়ায় যথেষ্ট ঝুঁকির কারণ রয়েছে।

পরিশেষে আমি বলতে চাই-এটি অপবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এ ধরনের আরও অনেক অলৌকিক চিকিতা আমাদের সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। এ ব্যাপারে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, এতে ভয়াবহ ঝুঁকির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এই ৪টি যোগব্যায়াম

বিশ্বজুড়ে নানামুখী গবেষণায় দেখা গেছে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে যোগব্যায়াম। দেহ ও মনের প্রশান্তির জন্য যোগব্যায়াম অতুলনীয় ভূমিকা রাখে।

আজকে জানাবো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চারটি যোগব্যায়ামের কথা।

সেতুবন্ধ আসন যোগব্যায়ামের এই আসনটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করে। প্রথমে শুয়ে পড়ুন। এবার আস্তে আস্তে পা ভাঁজ করে নিন। খেয়াল রাখতে হবে আপনার হাঁটু এবং গোড়ালি যেন একই রেখা বরাবর থাকে। হাত দুটো দুপাশে নিচের দিকে মুখ করে রাখুন। এবারে আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে আপনার পিঠ উপরে তুলতে থাকুন। সেই সাথে হাত দুটি দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। এসময় আপনার পুরো শরীরের ওজন থাকবে আপনার কাঁধ, বাহু এবং পায়ের ওপর। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে পিঠ আস্তে আস্তে নামিয়ে আনুন। এভাবে ৩ থেকে ৪ বার করুন।

ধনুরাসন

প্রথমে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার হাত দুদিকে উপরমুখি করে শরীরের দুপাশে রাখুন। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আপনার হাঁটু বাঁকিয়ে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। হাত পেছনের দিকে নিয়ে এবার গোড়ালি শক্ত করে চেপে ধরুন। এসময় দুই হাঁটুর মাঝে অবশ্যই ফাঁক রাখবেন। এবার শ্বাস নিতে নিতে গোড়ালি দুটোকে নিতম্ব থেকে দূরে সরিয়ে নিন এবং একই সাথে উরুও ফ্লোর থেকে উপরের দিকে উঠে যাবে। এসময় শোলডার ব্লেড পেছন দিকে চলে যাবে এবং বুক মাটি থেকে একটু উপরে উঠবে। এসময় শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। ২০ সেকেন্ড পরে আস্তে আস্তে আসন ছেড়ে দিন। এভাবে ৩ বার করুন। একবারে ছবির মতন হবে, আস্তে আস্তে আসনে আসার চেষ্টা করতে হবে।

ভুজঙ্গাস

এ আসনটি শ্বেত রক্ত কণিকার নিঃসরণ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এমনভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন যাতে আপনার কপাল মাটি ছুয়ে থাকে। হাত ভাঁজ করে কাঁধ বরাবর আনুন। হাতের তালু নিচের দিকে রেখে হাত দুটোকে কাধের নিচে রাখুন। এবার শ্বাস নিতে নিতে আপনার হাত সোজা অবস্থায় নিয়ে আসুন যাতে আপনার বুক উপরের দিকে উঠে যায়। এভাবে উপরের দিকে তুলতে থাকুন (নাভি পর্যন্ত) যতক্ষণ না আপনার শরীরের উপরের অংশে একটা কার্ভ তৈরি হচ্ছে। এভাবে ২০ সেকেন্ড থাকুন। তারপরে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

উস্ত্রাসন

এই ব্যায়ামটি করার সময় নিচে নরম কাপড় দিয়ে নেবেন। প্রথমে হাঁটু ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর দাঁড়ান। শরীরের দুপাশে হাত রাখুন। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে প্রথমে এক হাত পরে দুই হাত দিয়ে পায়ের গোড়ালি ধরতে হবে। এবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে বাঁকিয়ে বুক এবং পেট প্রসারিত করতে হবে। এসময় শরীরের ওজন হাত ও পায়ের ওপর থাকবে। এইভাবে ৩০ সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত থাকতে পারেন। তারপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসুন।

সময়ের সাতসতেরো

সময় মহাবিশ্বের গভীর প্রহেলিকার নাম। সময় কী? দেখা যায় না, ধরা যায় না, রূপ-রস-গন্ধের অনুভূতিও তৈরি করে না। শুধুই সামনে বয়ে চলে। সেই বয়ে চলাটা আবার বুঝতে হয় পরোক্ষভাবে। আমাদের কাছে সময় মানে ঘণ্টা-মিনিট-সেকেন্ডের ব্যাপার। ভোরে সূর্য ওঠে, সন্ধ্যায় অস্ত যায়। সূর্যের এই আসা-যাওয়ার কারণেই মানুষের, প্রাণীর, উদ্ভিদের দেহের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণেই সময় বলে যে কিছু আছে, সে ব্যাপারটা বুঝতে পারি। কিন্তু অসীম মহাবিশ্বের অন্ধকারে, যেখানে রাত নেই, দিন নেই, আলো নেইসেখানে সময় বলে যে কিছু আছে, সেটাও বোঝা কঠিন। হাতে ঘড়ি থাকলে অবশ্য আলাদা কথা।

পদার্থবিজ্ঞানে সময় বা কালের গুরুত্ব বিরাট। কিন্তু সময়কে ধরে বলবিদ্যার হিসাব যে হতে পারে সে কথা আগে জানা ছিল না বিজ্ঞানীদের। মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন পর্দাথবিদ্যার সঙ্গে সময়ের যোগসূত্র তৈরি করেন। তার সবই অবশ্য গতিবেগের বর্ণনায়। কিন্তু মহাকর্ষের মতো বলগুলোতে সময় ভূমিকা রাখতে পারে, সে চিন্তা নিউটনের মাথায় আসেনি। তাই নিউটনীয় মহাকর্ষে সময়ের রাশি যোগ করা হয়নি। বিদ্যুৎ, আলো কিংবা চুম্বকবিদ্যায়ও সময় নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ ও আলোক গতিবিদ্যায়, সময়ের গুরুত্ব যে কত ব্যাপক, সেটা সামনে নিয়ে আসেন। আগেকার বিজ্ঞানীরা মনে করতেন বিদ্যুৎ বা চুম্বকীয় প্রভাব তাতণিকভাবে ক্রিয়া করে। অর্থাৎ এগুলোর প্রভাব এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছড়াতে সময়ই লাগে না। মহাকর্ষ বলও যে তাতণিক ক্রিয়া নয়, সেটা আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি প্রকাশের আগে কেউ অনুধাবন করতে পারেনি।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইন সময় নিয়ে সাধারণের এমনকি বিজ্ঞানীদের চিরায়ত ধারণার ওপর আঘাত হানলেন। বিশেষ আপেক্ষিকতা দিয়ে ধসিয়ে দিলেন সময়ের সর্বজনীনতাকে। বললেন, সময়ের প্রবাহ সবার জন্য এক রকম নয়। এটা স্থান ও তার বেগনির্ভর। অর্থাৎ স্টেশনে দাঁড়িয়ে যে পর্যবেক্ষক সময়ের হিসাব কষছেন, তাঁর সময়, আর চলন্ত ট্রেনের ভেতর বসে যে পর্যবেক্ষক সময়ের হিসাব কষছেন, তাঁর সময় এক নয়। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক সময়ের ধারণা ঝড় তুলেছিল বিজ্ঞানের জগতে। সেই ঝড় থেকেই জন্ম হয়েছিল সময়ের আরও বিস্ময়কর আরও রহস্যময় চরিত্রের। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার সমাধান ভবিষ্যদ্বাণী করে সময় ভ্রমণের সম্ভাবনার, স্থান-কালের ভ্রমণের জন্য এসেছিল ওয়ার্মহোলের ধারণার। সেসব নিয়ে লেখা হলো কত কত কল্পবিজ্ঞান, বানানো হলো কত শত সিনেমা। বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চায় ও বিজ্ঞান লেখনীতে অগ্রণী পুরষদের একজন ড় আলী আসগর। বিজ্ঞানের নানা বিষয় সাধারণের বোধগোম্য হয়ে উঠে এসেছে তাঁর বিজ্ঞান লেখনীতে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালে লিখেছেন সময় নিয়ে হৃদয়গ্রাহী এই বইটি। সময়ের হদিস করতে, সময় নিয়ে গবেষণার ইতিহাস খুঁজতে তিনি ঢুঁ মেরেছেন ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে, প্রাচীন সভ্যতার অলিগলিতে। মিসরীয় কিংবা ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় কিংবা প্রাচীন ভারতীয় বা চৈনিকেরা সময়ের হিসাব কী করে রাখত, আরব কিংবা গ্রিক পণ্ডিতদের কাছেইবা কেমন সময়ের স্বরূপইতিহাস সন্ধান করে লেখক সেসব তুলে এনেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে। গ্যালিলিও-নিউটন থেকে আইনস্টাইন-হকিং পর্যন্ত সময়ের পর্যক্রমিক বৈজ্ঞানিক বর্ণনা, রহস্যময়তা আর গুরুত্ব অত্যন্ত সুচারুভাবে লেখক তুলে ধরেছেন তাঁর সময় প্রসঙ্গ বইটিতে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে এই সালাদ

স্বাস্থ্য নিয়ে বা ওজন নিয়ন্ত্রণে অনেকেই এখন বেশ সচেতন। দেহের অতিরিক্ত ওজন কমাতে ডায়েট নিয়ন্ত্রণ গ্রহণযোগ্য কৌশল হয়ে উঠেছে। পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা অনেক গবেষণা করে বের করেছেন বিভিন্ন ধরনের ডায়েট ওজন কমাতে সাহায্য করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মেডিটেরিয়ান, কিটো ডায়েট। অনেকেই বিভিন্ন ধরনের খাবার রাখেন ডায়েট চার্টে বয়স, ওজন, শারীরিক অবস্থাভেদে। আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টিচাহিদা পূরণ হচ্ছে কিনা, যে ডায়েট তালিকাই মেনে চলুন না কেন। তবে সালাদ হলো ডায়েট চার্টের অন্যতম খাবার। অনেকেই ওজন কমানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সবজির সালাদ খেয়ে থাকে। খাবারের তালিকায় পুষ্টিকর সালাদ রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন পুষ্টিবিদরা। পুষ্টিকর সালাদ আপনার দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফাইবার, ক্যালরি সবকিছুর ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। অনেক পুষ্টিবিদদের মতে, সালাদ প্রতিদিন একজন মানুষের শরীরে ১৫ গ্রাম প্রোটিন ও ৫ গ্রাম ফাইবারের চাহিদা পূরণ করে। আপনি যদি পুষ্টিকর সালাদ খেতে চান, তাহল টমেটোর সঙ্গে কিছু বাদাম ও ভিনেগার যুক্ত করতে পারেন। এ সালাদ আপনাকে ৩০ গ্রাম প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে।

পাস্তার সালাদ অনেকের কাছেই বিষয়টি নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু পাস্তা দিয়ে তৈরি সালাদ আপনার ওজন হ্রাসের পাশাপাশি পুষ্টি যোগানের সহায়তা করবে। স্ট্রবেরি ও পাস্তার সমন্বয়ে তৈরি করুন সালাদ। সঙ্গে যোগ করুন অলিভ অয়েল। এ সালাদ থেকে আপনি ৪০২ ক্যালরি, ১৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৭ গ্রাম ফাইবার পেতে পারেন। পুষ্টিগুণে ভরপুর মিষ্টিকুমড়া, গাজর ও আদার সমন্বয়ে তৈরি সালাদ। মিষ্টিকুমড়ায় রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এ তিন উপাদানের সালাদ প্রোটিন ও ফাইবারের চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সালাদ মানেই যে শুধু সবজির উপস্থিতি থাকবে, এমনটা ভুল। প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করার জন্য মাংসের উপস্থিতি থাকা দরকার। সালাদে চিকেন কিংবা গরুর মাংস আপনার ক্যালরির ঘাটতি পূরণ করবে। প্রোটিনের চাহিদা আরো বাড়াতে চাইলে এর সঙ্গে যোগ করুন ডিম। হার্টের সুস্থতার জন্য সালাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন অলিভ অয়েল। আবার আপনি চাইলে চিকেন ব্রেস্ট, ব্ল্যাক বিন, কর্ন, টমেটো, পেঁয়াজ একসঙ্গে করে সালাদ বানিয়েও খেতে পারেন। এই সালাদ আপনাকে ৩০০ ক্যালরি ও ৩৪ গ্রাম প্রোটিন সরবরাহ করবে। চিকেন দিয়ে আরেক ধরনের সালাদ তৈরি করা যেতে পারে। যেমন চিকেন ব্রেস্ট, টমেটো, শসা ও পেঁয়াজের মিশ্রণে তৈরি করুন। এর সঙ্গে অবশ্যই পিপার যোগ করতে যেন ভুলবেন না। পিপারের কারণে সালাদটি খেতে সুস্বাদু লাগবে। আমরা অনেকেই চিংড়ি খেতে পছন্দ করি। আর চিংড়ি দিয়ে তৈরি সালাদ কিন্তু খেতে দারুণ। এ সালাদ তৈরির আগে অবশ্যই চিংড়ি সেদ্ধ করে নিতে হবে। তারপর লবণের স্বাদ আনতে পনির আর মিষ্টিভাব আনতে একটুখানি যোগ করতে পারেন কমলা। এ সালাদ আপনাকে শক্তি জোগাতে সাহায্য করবে। যারা এখনো এসব সালাদের কথা জানেন না, তারা আজ থেকেই ডায়েট চার্টে যুক্ত করতে পারেন ভিন্নধর্মী উপাদানে এসব সালাদ। হাতের নাগালেই আপনি এসব উপাদান পেয়ে যাবেন।

লিভারকে সুস্থ রাখবে এই ৪টি খাবার

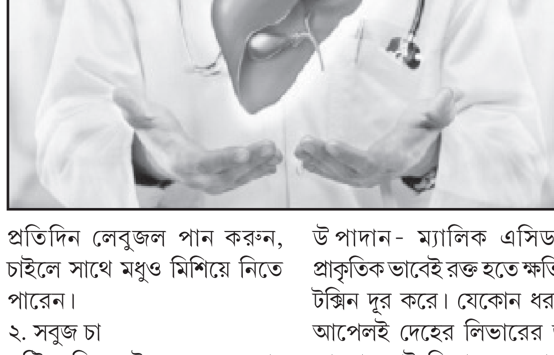

মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ লিভার। আমাদের দেহের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত এই লিভার। যেমন- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, হজম শক্তি, মেটবলিজম, দেহে পুষ্টি জোগায়। লিভার যদি সুস্থথাকে তাহলে শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দেয়, রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, দেহের সকল অংশে পুষ্টি জোগায়। তাই লিভার সুস্থরাখার জন্য এমন কিছু খাবার খাওয়া উচিত, যা আমাদের লিভারকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখবে।

দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে মৌলিক কিছু পরিবর্তন এনে লিভারকে সুস্থরাখা সম্ভব।

১. লেবু

লেবুতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান যা দেহের লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে এবং ডি লিমনেন উপাদান লিভারে এনজাইমকে সক্রিয় করে। তাছাড়া লেবুর ভিটামিন সি লিভারে বেশি করে এনজাইম তৈরি করে যা হজম শক্তির জন্য বেশ উপযোগী। লেবুর মিনারেল লিভারের নানান পুষ্টি উপাদানগুলো শোষণ করার শক্তি বৃদ্ধি করে। বাসায় লেবুজল পান করুন এবং যেকোন সময় পানের জন্য লেবুজল বানিয়ে রাখুন। প্রতিদিন লেবুজল পান করুন, চাইলে সাথে মধুও মিশিয়ে নিতে পারেন।

২. সবুজ চা

এন্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ সবুজ চা। কেটেচিন নামক এক প্রকার উপাদান রয়েছে, যা লিভারের সমস্যা দূর করে। সবুজ চা শুধু স্বাদেই মজা যে তা নয়, এটি ডায়েট এর জন্য সব থেকে ভাল খাদ্য।

৩. আপেল

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ১ টি করে আপেল রাখুন যা লিভারকে সুস্থ রাখবে। আপেলের পেক্টিন, ফাইবার দেহের পরিপাক নালী হতে টক্সিন ও রক্ত হতে কোলেস্টরোল দূর করে এবং সাথে সাথে লিভারকেও সুস্থ রাখে। আপেলে আছে আরও কিছু উপাদান- ম্যালিক এসিড যা প্রাকৃতিক ভাবেই রক্ত হতে ক্ষতিকর টক্সিন দূর করে। যেকোন ধরণের আপেলই দেহের লিভারের জন্য ভালো। তাই লিভার সুস্থ রাখতে প্রতিদিন ১ টি করে আপেল খান।

৪. হলুদ

হলুদ সোনালি মশলা নামে পরিচিত যা লিভারের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। কারণ এই মশলাটি দেহ থেকে খাদ্য বিষ নিঃসরণের কাজ করে যেসব এনজাইম সেসবকে সহায়তা করে। ঠিক এ কারণেই ভারতীয় উপমহাদেশের রান্নায় সবসময়ই হলুদ ব্যবহার করা হয়। লিভারকে সুস্থ রাখতে চাইলে প্রতিদিন এক গ্লাস হালকা গরম জলে এক চা চামচ হলুদ মিশিয়ে পান করুন।

বিজেপি প্রবীণ নেতার জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় আগরতলায় দলীয় অফিসে। ছবি ঃ নিজস্ব

গিরিশ পার্কে প্রকাশ্য রাস্তায় মহিলাকে অশ্লীল ইঙ্গিত, গ্রেফতার অভিযুক্ত

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.): বিভিন্ন সময় রাতের শহরে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। কিন্তু এবার রাত নয় খাস কলকাতায় দিনে-দুপুরে এক মহিলাকে প্রকাশ্য রাস্তায় অশ্লীল ইঙ্গিতের অভিযোগ। মঙ্গলবার গিরিশ পার্কে ওঠে এই অভিযোগ। গ্রেফতার অভিযুক্ত।

প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। করোনা আতঙ্কের মাঝেই এদিন গিরিশ পার্কে অভিযোগ ওঠে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক মহিলাকে অশ্লীল ইঙ্গিতের। অভিযোগ এদিন গিরিশ পার্ক ক্রসিং-র কাছে ডিউটি করার সময় একজন মহিলা সার্জেন্ট এর কাছে যান। সেই সময় ওই মহিলার পিছনে থাকা একজন ইশারা করেছিলেন। ওই মহিলার অভিযোগ অপরাধী তাকে অশ্লীল মন্তব্য এবং অঙ্গভঙ্গি দিয়ে হয়রানি করে। এরপর ওই অফিসার ওই ব্যক্তিকে বাধা দেয়। এরপর গিরিশ পার্ক থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

বাঁকুড়ায় সাত সকালে শহীদ পরিবারে হাজির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

বাঁকুড়া, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : সোমবার পুলিশী বাধায় দলীয় শহীদ অজিত মূর্মর বাড়িতে শহীদ সম্মান প্রদান করতে না পেরে মঙ্গলবার সাত সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বাঁকুড়ার সাংসদ ডাঃ সুভাষ সরকার হাজির হন রানীবাঁধের হলুদকানালীর গ্রামে ।এই গ্রামেই পঞ্চায়েত ভোটের সময় দলীয় নেতা অজিত মূর্মূ নৃশংসভাবে খুন হন। অভিযোগের আঙ্গুল ওঠে তৃনমুলের বিরুদ্ধে। সম্মতি রাজ্যের চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শহীদ সম্মান যাত্রা শুরু করেছেন। বাঁকুড়ার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার এই যাত্রা কর্মসূচীতে সোমবার অজিত মূর্মূর পরিবারের হাতে শহীদ সম্মান প্রদান করতে হলুদকানালীর উদ্দ্যেশ্যে রওনা দেন ।হলুদকানালীর মোড়ে সুভাষবাবু সদলবলে হাজির হলে পুলিশ তাদের পথ আটকায় ।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এভাবে বাধা পাওয়াৰ উপস্থিত দলীয় কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন ।ক্ষুব্ধ কর্মীরা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন ।এভাবে বাধা পেয়ে ক্ষোভ চেপে রাখেননি সুভাষ বাবু ।তিনি বলেন এখানে গনতান্ত্রিক অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে ।তিনি কর্মীদের আশ্বস্ত করে ও পুলিশকে একপ্রকার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন আমি আগামীকালই শহীদ অজিত মূর্মূর বাড়িতে হাজির হবো ।সেই মতো তিনি এদিন সকালেই হাজির হন রানীবাঁধের হলুদকানালীর গ্রামে ।সেখানে অজিত মূর্মূর বিধবা পত্নীর হাতে শহীদ স্মারক ও শাল তুলে দেন।

এবার গজনি প্রদেশের প্রবেশদ্বার গুঁড়িয়ে দিল তালিবান

কাবুল, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : তালিবান নির্যাতনের চেনা ছবি ফের দেখা যাচ্ছে আফগানিস্তানে। এবার গজনি প্রদেশের প্রবেশদ্বার ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল তালিবান। সেই সঙ্গে বুঝিয়ে দিল, এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি তাদের। নতুন করে আফগানিস্তান দখল করার পর জেহাদিরা দাবি করেছিল দু'দশকে তারা অনেক বদলে গিয়েছে। এই দাবি যে কেবলই আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা, তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ২০০১ সালে তৎকালীন তালিবান নেতা মোল্লা ওমরের নির্দেশে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দিয়েছিল তালিবান। এবার গজনি প্রদেশের প্রবেশদ্বার ভেঙে দিল তারা। ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে তাদের 'কীর্তি'র ভিডিও। তাতে দেখা গিয়েছে, ক্রেনের সাহায্যে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলা হচ্ছে ওই প্রবেশদ্বার। প্রায় কয়েক মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে স্থাপত্যটি। এতদিন আফগানিস্তানের প্রশাসকের দায়িত্বে থাকা আশরফ ঘানি সরকারই তৈরি করেছিল ওই প্রবেশদ্বার। ইসলামীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতির প্রতীক ধরা হত গজনির প্রবেশদ্বারকে। ক্ষমতায় এসেই তা ভেঙে ফেলল তালিবান। এখানেই শেষ নয়। কয়েক দিন আগেই বামিয়ানে হাজারা নেতা আবদুল আলি মাজারির মূর্তি ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে জেহাদিরা। ১৯৯৫ সালে ওই নেতাকে খুন করেছিল তালিবান জঙ্গিরা। এবার ক্ষমতায় ফিরেই মূর্তিটি ভেঙে দিল তারা। ফলে তালিবান আছে তালিবানেই। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বীরপাড়ায় দুষ্কৃতী হানায় জখম ব্যবসায়ী, তদন্তে পুলিশ

বীরপাড়া (আলিপুরদুয়ার), ২৪ আগস্ট (হি.স.): আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ায় দুষ্কৃতী হানায় জখম হলেন এক ব্যবসায়ী। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ব্যবসায়ী সঞ্জয় জৈন। সেই সময় এক দুষ্কৃতীর হাতে তিনি আক্রান্ত হন। ঘটনায় এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সঞ্জয়বাবু জানান, এদিন বাড়ি থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই কালো পোশাক পরা ও কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা এক দুষ্কৃতী তাঁকে আক্রমণ করে। ভারী কিছু দিয়ে সঞ্জয়বাবুকে আঘাত করায় কানে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি দেখছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

এবার হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও বুক করা যাবে টিকার স্লট : মনসুখ মাণ্ডব্য

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): এবার থেকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও বুক করা যাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের স্লট। জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। মঙ্গলবার টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নাগরিকদের সুবিধার জন্য নতুন যুগের পথ প্রশস্ত হল। এখন থেকে ফোনেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বুক করা যাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের স্লট।

মনসুখ মাণ্ডব্য আরও জানিয়েছেন, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে MyGovIndia করোনা হেল্পডেস্কে ''বুক স্লট'' পাঠিয়ে http://wa.me/৯১৯০১৩১৫১৫১৫-এর মাধ্যমে স্লট বুক করা যাবে। ওটিপি আসলে তা ভেরিফিউ করতে হবে। এভাবেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বুক করা যাবে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের স্লট।

সংশোধিত মার্কশিট নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে চায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : কলেজে ভর্তির ব্যাপারে সংশোধিত মার্কশিট নিয়ে মঙ্গলবার আলোচনার পর একটি সিদ্ধান্তে আসতে চায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। উচ্চ মাধ্যমিকের মূল্যায়নে নম্বরের হিসেবে ভুল হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে যাঁরা মার্কশিট সংশোধন করতে দিয়েছিলেন, সংসদ তাঁদের অধিকাংশের কাছেই সংশোধিত মার্কশিট পাঠিয়েছে। যে-সব ছাত্রছাত্রী পুরনো মার্কশিট দিয়ে কোনও কলেজে ভর্তির আবেদন করেছিলেন, নতুন মার্কশিট পাওয়ার পরে অন্য কলেজে তাঁদের আবেদন করতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু যাঁরা নতুন মার্কশিট পেয়ে একই কলেজে আবেদন করতে চাইছেন, সমস্যা দেখা দিয়েছে তাঁদের নিয়ে। এই ব্যাপারে নানা কলেজের নানা ব্যবস্থার বদলে সংসদ বা শিক্ষা দফতরের তরফে একটি অভিন্ন নিয়মনীতি ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন পড়ুয়া এবং শিক্ষা শিবিরের একাংশ। প্রশ্ন উঠছে, যাঁরা পুরনো মার্কশিট দিয়ে কলেজে আবেদন করেছিলেন, নতুন মার্কশিট পাওয়ার পরে কি তাঁদের সেই আবেদন বাতিল করতে হবে? সংশোধিত মার্কশিট দিয়ে তাঁরা নতুন ভাবে ভর্তির আবেদন করবেন, নাকি পুরনো আবেদন বাতিল না করেই আবার আবেদন করা যাবে? অনেক ছাত্রছাত্রীর অভিযোগ, এই বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা না থাকায় তাঁরা আতান্তরে পড়েছেন। কলেজিয়াম অব অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসেসের সম্পাদক সৌদীপ্ত দাস বলেন, "উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যাতে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দেয়, আমরা সেই দাবিতে শিক্ষা দফতরের কাছে চিঠি লিখেছি।" এই বিষয়ে বক্তব্য জানতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার আলোচনা করবেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পুরুলিয়ায় বিজেপিকে আবারও ধাক্কা দিল তৃণমূল

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি.স.): বিজেপির হাতে থাকা বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত আর পঞ্চায়েত সমিতিতে ক্ষমতা দখল করছে তৃণমূল। সময় যতই এগোচ্ছে, পুরুলিয়া জুড়ে বিজেপি ততই কোনঠাসা হচ্ছে আর তৃণমূল ততই তার দাপট দেখাচ্ছে। এবার পাড়া ব্লকের ভাউরিডি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতাও এদিন বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে নিল তৃণমূল। মঙ্গলবার ছিল ওই পঞ্চায়েতে অনাস্থার ওপরে ভোটাভুটির পালা। সেখানেই তৃণমূলের আনা অনাস্থা প্রস্তাব ৬-৪ ভোটে পাশ হয়ে যায়। তাতেই বিজেপির হাতছাড়া হয় ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা। তবে এদিন বিজেপির তরফে জানানো হয়, আইন লঙ্ঘন করে যে সদস্য তৃণমূলে গিয়েছেন তাঁর সদস্য পদ বাতিলের জন্য তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হবেন। কেননা দলের ১জন সদস্য মারা গেলেও ৪ জন বর্তমান। সেখান থেকে ১জন চলে গেলে দলবিরোধী আইনের আওতায় পড়ে যাবেন ও তাঁর সদস্য পদ বাতিল হবে। তাই তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাউরিডি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১টি আসনের মধ্যে তৃণমূল আর বিজেপি উভয়েই ৫টি করে আসন দখল করেছিল। ১টি আসনে জিতেছিলেন এক বিক্ষুব্ধ তৃণমূল প্রার্থী। চায়না বাউড়ি নামের ওই বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেত্রীকেই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে বসিয়ে বোর্ড দখল করেছিল বিজেপি। কিন্তু কয়েক মাস আগে বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য মারা যান ও অপর এক সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। তার জেরেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে ফেলেন চন্দনা। এই সুযোগেই তৃণমূল অনাস্থা এনেছিল চন্দনার বিরুদ্ধে।

ফের জামিনের আবেদন করলেন যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমার

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : আবারও জামিনের আবেদন করলেন ১৯৮৪ সালের শিখ দাঙ্গা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—এর সাজা প্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা সজ্জন কুমার। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন করেছেন সজ্জন কুমার। জামিন আবেদনের শুনানি চলাকালীন আদালত সিবিআইকে ৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জবাব দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে, বেশ কয়েকবার আদালত সজ্জন কুমারকে জামিনে মুক্তি দিতে অস্বীকার করেছিল। ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে সুপ্রিম কোর্ট সজ্জন কুমারের জামিন আবেদন খারিজ করে দেয় ।গত ১৩ মে ২০২০ সালে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে এটি একটি গণহত্যার মামলা। শুনানির সময় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সজ্জন কুমারের জামিন আবেদনের বিরোধিতা করে বলেন যে, এটি একটি গণহত্যার মামলা। সজ্জন কুমার দাঙ্গাবাজদের ভিড়ের নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর দিল্লি হাইকোর্ট সাজ্জান কুমারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। এরপর সজ্জন কুমার ওই বছর ৩১ ডিসেম্বর কর্কড়দুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ।হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৬১৩ জন

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.): ফের সামান্য বাড়লো রাজ্য জুড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ৬০০ পেরোলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৬১৩ জন। মঙ্গলবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৬১৩ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৪৪, ১০৯। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৩৮৩। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৭২০। যার জেরে রাজ্য জুড়ে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,১৬,৫০৯। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.২১ শতাংশ। মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬৭, ৩০,৫৫৫। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

'দুর্নীতির দায়ে' অপসারিত মন্ত্রী ইয়াসমিনের বিরোধী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : 'দুর্নীতির দায়ে' মঙ্গলবার অপসারিত হলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের বিরোধী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

সাবিনা ইয়াসমিনের দুর্গে তৃণমূল কংগ্রেসের এই ব্লক সভাপতির অনাস্থাকে কেন্দ্র করে মালদহ জেলার রাজনীতিতে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভোটের প্রাক মুহূর্তে কোটি কোটি টাকার টেন্ডারে ব্যাপক দুর্নীতি ও নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের বিরোধিতা করার প্রতিবাদে কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি টিংকু রহমান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। এর পাশাপাশি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি তাঁকে বহিষ্কারও করে। সেই সিদ্ধান্ত দলের জেলা ও রাজ্যে কমিটি এখনও অনুমোদন দেয়নি। ফলে অনাস্থাকারীদের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে যায় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আমিনুর আলম। আদালতের নির্দেশে বিডিও ২৪ অগাস্ট তলবি সভার দিন ঘোষণা করেন। এরপর ওই বিডিওর নির্দেশের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ আনার জন্য উচ্চ আদালতে যান ব্লক সভাপতি টিঙ্কু রহমন বিশ্বাস। কিন্তু ১৯ আগস্ট আদালত সভাপতির আবেদনকে গ্রাহ্য করেনি।

মঙ্গলবার সমিতির তলবি সভায় ২২ জন সদস্যের মধ্যে অনাস্থা কারী ১৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির পক্ষের কোনও সদস্য এদিন সভায় উপস্থিত হননি। কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের বিডিও রামল সিং বিরদী জানিয়েছেন, ''পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সভাপতির বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব ডাক দেয়। অনাস্থাকারীর ১৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। ফলে ১৪-০ ভোটে সভাপতি টিঙ্কু রহমান বিশ্বাস অপসারিত হলেন।'' এদিনের সভায় বিডিও ছাড়াও রিটার্নিং অফিসার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রণয় মজুমদার। ব্লক অফিসের ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। উপস্থিত ১৪ জন সদস্যরা হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ৭ জন, বিজেপির ৫ জন ও কংগ্রেসের ২ জন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই পঞ্চায়েত সমিতিতে মোট ২২ টি আসনের মধ্যে ১৩টি পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে তৃণমূল কংগ্রেস। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে বিজেপি পায় পাঁচটি আসন। কংগ্রেস ২টি ও সিপিআই ও সিপিআইএম ১ করে আসন পায়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন টিঙ্কু রহমান বিশ্বাস। কিন্তু তাঁর মেয়াদ দু'বছর পূর্ণ হতেই পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তকর্কোন্দল বাড়তে থাকে। তৃণমূল কংগ্রেসের ১৩ জনের মধ্যে ৭ জন সদস্য টিঙ্কু বিরোধী হয়ে ওঠেন। এদিকে টিঙ্কুর কাজকর্মে অসন্তুষ্ট বিজেপির ৫ সদস্য বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সদস্যদের সঙ্গে হাত মেলাযন। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা নির্বাচন চলে এলে ব্লক সভাপতি বিধানসভার আসনের জন্য চেষ্টা চালাতে থাকে। শেষ মুহূর্তে মোথাবাড়ি বিধানসভার প্রার্থী হিসাবে সাবিনার নাম ঘোষণা করা হয়। তাঁকে মেনে নিতে পারেননি টিঙ্কু রহমান বিশ্বাস। সাবিনার বিরোধিতা করে নির্বাচনের তলে তলে প্রচার করতে থাকে। এছাড়াও কংগ্রেস ছেড়ে সাবিনা ইয়াসমিন তৃণমূল কংগ্রেসে আসার পর মূলত সাবিনা বিরোধী শক্তি হিসেবে টিঙ্কু রহমান বিশ্বাস দীর্ঘ আন্দোলনে নামে। কর্মী সমর্থক নিয়ে সাবিনাকে দলে নেওয়ার প্রতিবাদে কোতয়ালি ভবন ঘেরাও করেন। নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লক কমিটি তৃণমূলের বিরোধিতা করার জন্য ব্লক সভাপতি টিঙ্কু রহমান বিশ্বাস সহ ৫ জন তৃণমূল কংগ্রেস সদস্যকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। বিষয়টি নিয়ে অপসারিত ব্লক সভাপতি টিঙ্কু রহমান বিশ্বাস জানিয়েছে, ''মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের কিছু অনুগামী বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে পার্টির নির্দেশিকা অমান্য করে আমাকে অপসারন করল। সভাপতি হিসাবে আমি কোনও দল বিরোধী কাজ করিনি। বিধানসভা ভোটে আমার এলাকার ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলেই তা বোঝা যাবে।'' যদিও মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, ''পঞ্চায়েত সমিতির অনাস্থার বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নেই। বিষয়টি সম্পূর্ণ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের বিষয়। সমিতির সংখ্যাধিক্য সদস্যরা সরকারি আইন মেনেই এই কাজ করেছে।'' হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : শেষ পর্যন্ত পাস হল শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব। কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরানো হল তাঁকে। অস্থায়ী ভাবে দায়িত্ব পেয়েছেন ভাইস চেয়ারম্যান।

কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের মোট ১৪জন ডিরেক্টরের মধ্যে এদিন ১০জন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত প্রত্যেকেই অপসারণের পক্ষে ভোট দেন। আগেই ইউনিয়নের সভাপতি পদ থেকে শুভেন্দুবাবুকে সরানো হয়েছে। এদিন ব্যাঙ্ক থেকে তাঁকে সরানো হল। উল্লেখ্য, ব্যাঙ্ক পূর্ব ভারতের মধ্যে প্রথমসারির একটি শহুরে সমবায় কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক ।অভিযোগ, মামলা করে গত ৪ মাস ধরে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম আটকে রেখেছেন শুভেন্দু। মঙ্গলবার দুপুরে ওই অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয়। তারপর জরুরি বৈঠকে ডেকে শুভেন্দু অধিকারীকে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরানের কথা ঘোষণা করেন ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর আলেম আলি খান। তাঁর দাবি, গত চার মাস ধরে ব্যাঙ্কের পদ আঁকড়ে থেকে ব্যাঙ্কের ক্ষতি করছিলেন শুভেন্দু। এতে ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের বিভিন্ন কাজ-সহ ঋণ দেওয়ার কাজও আটকে ছিল। গত কয়েক বছর ধরেই কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান পদে ছিলেন শুভেন্দুবাবু। দুবারে বেশি ওই পদে থাকা যায় না। সেই জায়গায় তিনি ওই পদে ছিলেন বেশ কয়েকবার। এমনটাই দাবি শুভেন্দু বিরোধী শিবিরের। এ নিয়ে রাজনৈতির বিতর্ক তৈরি হয়। ব্যাঙ্কের সামনে শুভেন্দু অধিকারীর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভও দেখায় তৃণমূল সমর্থকরা। এনিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। আদালতের আদেশ ছিল, অনৈতিকভাবে শুভেন্দুকে সরানো যাবে না। তার পরেই এই অনাস্থা আনা হয় ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শ্রীলেখার সঙ্গে ডেটে যাওয়ার পরই দত্তক নেওয়া সারমেয়কে 'খুন', যুবককে তোপ অভিনেত্রীর

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের শর্ত মেনে অনাথ পথপশুকেও দত্তক নিতে রাজি হয়েছিলেন শশাঙ্ক ভাভসার। সেই শর্তে শশাঙ্কর সঙ্গে ডেট করেন শ্রীলেখা। কুকুরশাবকটির মৃত্যুর পর শুরু হয়েছে বিতর্ক। সোমবার রাতে শ্রীলেখা নিজেই বিষয়টি ফেসবুকে জানান। স্বাভাবিকভাবেই আসছে নানা প্রতিক্রিয়া। নির্দিষ্ট দিনে শশাঙ্ক আর শ্রীলেখা এক সঙ্গে সময় কাটান কফি শপে। বিষয়টি সংবাদেও আসে। শশাঙ্কের দত্তক নেওয়া সেই সারমেয়র দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর শুনে বিদেশ থেকে সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অভিনেত্রী। তাঁর ডেট-সঙ্গীকে নেটমাধ্যমে হুমকি দিয়ে বলেছেন, 'এর শেষ দেখে ছাড়ব শশাঙ্ক'! যদিও সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে আনন্দবাজার অনলাইনকে শশাঙ্ক জানিয়েছেন, রাস্তার ধারে তাঁর বাড়ি। তাই কখন পথপশুটি বেরিয়ে পড়েছে তিনি খেয়াল করেননি। ইতিমধ্যেই শ্রীলেখার কাছে লিখিত ভাবে অনিচ্ছাকৃত অপরাধের দায় স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি ।চলতি বছরের ১৪ জুলাই পথপশুদের আশ্রয় দেওয়ার ভাবনা থেকেই কফি ডেটে যাওয়ার কথা নেটমাধ্যমে জানান শ্রীলেখা মিত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিনেত্রীর ডাকে সাড়া দেন শশাঙ্ক ভাভসর নামের এক নেটাগরিক। তিনি শ্রীলেখার শর্ত মেনে এক অনাথ পথপশুকে দত্তক নেওয়ার কথাও জানান। উচ্ছ্বসিত শ্রীলেখা সেই সময় বলেছিলেন, "এত দ্রুত সাড়া পাব ভাবিনি। খুব খুশি। কফি ডেটে যাওয়া আসল কথা নয়। এর মাধ্যমে আশ্রয়হীন পথপশু আশ্রয় পাবে।" এক মাস পেরোতেই তাঁর স্বপ্ন যে এ ভাবে ব্যর্থ হবে ভাবতেই পারেননি অভিনেত্রী. শ্রীলেখা এই মুহূর্তে জুরিখে, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁর অভিনীত ছবি 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন কলকাতা' আমন্ত্রণ পেয়েছে। সেখান থেকেই তিনি ক্ষোভ উগরে দেন সামাজিক পাতায়। ভর্ৎসনা করে লেখেন, 'শশাঙ্ক তুমি না রেড ভলান্টিয়ার্স! আমার কাছ থেকে যে কুকুর ছানাটিকে নিলে তার হদিশ দাও। এত বড় সাহস তোমার হয়?' এই জায়গা থেকেই শশাঙ্কের বক্তব্য, "রেড ভলান্টিয়ার্সের সদস্য হিসেবে কঠিন সময়ে সারাক্ষণ সবার পাশে আছি। আমার হাত থেকেই এত বড় দুর্ঘটনা ঘটবে বুঝতে পারিনি।

অসমে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ঘুরবে যাত্রীবাহী বাসের চাকা, ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : চালক-মালিকদের জন্য অবশ্যই খুশির খবর। দীর্ঘ দিন পর এবার ঘুরবে যাত্রীবাহী বাসের চাকা। আগামী এক সেপ্টেম্বর থেকে খুলে দেওয়া হবে আন্তঃজেলা বাস পরিবহণ পরিষেবা। এমনই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এই ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

করোনা অতিমারি সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ রয়েছে আন্তঃজেলা বাস পরিষেবা সহ যাতায়াত ব্যবস্থা। তবে ১ সেপ্টেম্বর থেকে খুলে দেওয়া হবে বাস পরিষেবা। এই ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে সাংবাদিকদের কাছে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা এ-কথা জানিয়ে বলেন, ১ সেপ্টেম্বর থেকে আন্তঃ জেলা বাস পরিষেবা খুলে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে গুয়াহাটি সহ কামরূপ মেট্রো জেলা ছাড়া আন্তঃজেলা ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে আগামী এক সেপ্টেম্বর থেকে গণ-পরিবহণের বাস চালানোর জন্য অনুমতি প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের এ-কথাও জানান, কামরূপ মহানগর জেলায় বহির্জেলা থেকে আগত বাসসমূহ প্রবেশ করতে পারবে কিনা, তা নির্ভর করবে গুয়াহাটির কোভিড পরিস্থিতির ওপর। অবশ্য গুয়াহাটির কোভিড পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে সান্ধ্য আইনের সময়সীমা রাত ৭-টার পরিবর্তে রাত ৮-টা থেকে শুরু করারও ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা। বর্তমান এসওপি মতে রাত ৭-টা থেকে শুরু হচ্ছে সান্ধ্য আইন। এছাড়া, কোভিডসৃষ্ট লকডাউনের জন্য ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন পদপথের ব্যবসায়ীদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এককালীন সাহায্য প্রদান করার চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দু-একদিনের মধ্যেই রাজ্য সরকার পদপথের ব্যবসায়ীদের জন্য একটি প্রকল্প ঘোষণা করবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৮ তারিখ থেকে অসমে ব্যক্তিগত যানবাহনের আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থা খুলে দিয়েছে সরকার। যদিও কোভিড পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে কামরূপ মহানগর জেলার সঙ্গে আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ রাখা হয়েছে।

আগামী ২৮ আগস্ট থেকে গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত চলবে ভিস্টাডম ট্রেন

হাফলং (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : বরাক উপত্যকাকে বঞ্চিত রেখে আগামী ২৮ আগস্ট থেকে ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। ওইদিন গুয়াহাটিতে ভিস্টাডম ট্রেনের উদ্বোধন করবেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনসুল গুপ্তা।

শিলচরের বিজেপি সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় রেলমন্ত্রকে প্রস্তাবিত ভিস্টাডম ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে শিলচর পর্যন্ত চালানোর দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু রেল মন্ত্রক ভিস্টাডম ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে বঞ্চিত হতে হয়েছে বরাক উপত্যকা সহ পার্শবর্তী রাজ্যগুলির পর্যটকদের। সোমবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল পর্যটকদের জন্য গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন থেকে এই ট্রেনে পর্যটকরা পাহাড়ের সৌন্দর্য ট্রেনের অত্যাধুনিক কামরায় বসেই উপভোগ করতে পারবেন। বর্তমানে সপ্তাহে দুদিন, বুধ ও শনিবার ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ছুটবে নিউহাফলঙের উদ্দেশ্যে। এতে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় যেমন বাড়বে ঠিক তেমনি পাহাড়ি জেলায় অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গতি আসবে। কারণ অসমের এক অতি আকর্ষণীয় হিল স্টেশন হচ্ছে ডিমা হাসাও।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার ও রাজ্যের পর্যটন বিভাগ অসমের এই অন্যতম পাহাড়ি জেলাকে এক অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবার এই পাহাড়ি জেলার পর্যটন শিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে ভারতীয় রেল পর্যটকদের জন্য এই ভিস্টাডম ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী ২৮ আগস্ট গুয়াহাটিতে ভিস্টাডম ট্রেনের উদ্বোধন করবেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনসুল গুপ্তা। মোট সাতটি কোচ নিয়ে চলবে এই ট্রেন। এর মধ্যে থাকবে দুটি বাতানুকুল চেয়ার কার, চারটি সাধারণ চেয়ার কার এবং একটি এনডব্লিউ আরআরএম কোচ। পর্যটকদের নিয়ে ভিস্টাডম ট্রেনটি প্রতি বুধ ও শনিবার সকাল ৬.৩৫ মিনিটে গুয়াহাটি থেকে ছেড়ে নিউহাফলং স্টেশনে পৌঁছবে বেলা ১১টা ৫৫ মিনিট নাগাদ। তার পর বিকেল ৫.০০টায় ট্রেনটি নিউহাফলং থেকে যাত্রা করে রাত ১০.৪৫ মিনিটে গুয়াহাটি গিয়ে পৌঁছবে। গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত ট্রেনটি ২৬৯ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে সময় লাগবে ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিট। তবে নিউহাফলং থেকে গুয়াহাটি পৌঁছতে ট্রেনটির সময় লাগবে ৫ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। পর্যটকদের নিয়ে ভিস্টাডম ট্রেন গুয়াহাটি থেকে পাথরখোলা হয়ে চলে আসবে নিউহাফলং স্টেশনে। ট্রেনটি আসা-যাওয়ার সময় দুটি স্টেশনে দাঁড়াবে। স্টেশন দুটি হল মান্দারডিসা ও মাইবাং। মান্দারডিসায় অপারেশনাল কাজের জন্য ট্রেনটি কিছু সময়ের জন্য দাঁড়াবে এবং মাইবাঙে ট্রেনটি ২ মিনিটের জন্য দাঁড়াবে বলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।

উওর কলমচৌড়া থেকে ভেলুয়ারচরের বাইপাস রাস্তার বেহাল অবস্থা, হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ আগস্ট।। উওর কলম চৌড়া থেকে ভেলুয়ারচরের বাইপাস রাস্তা নিম্নমানের র্নিমান হওয়া,ফলে চলাচলের অনউপযুক্ত হয়ে,বেহাল দশা পরিনত। উত্তর কলমচৌড়া হইতে মানিক্যনগর ভায়া ভেলুয়ারচর বাইপাস রাস্থাটির দৈর্ঘ্যের পরিমাণ ৫.৯৪ কিলোমিটার।রাস্থাটি ভারত সরকার কতৃক প্রধান মান্ত্রি গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছিল ১০/০৮/২০১৪ ইং তারিখে।বাইপাস রাস্থা নির্মাণকাজ করার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল ৫৮৩.৬৫ লক্ষ টাকা।উক্ত রাস্তা নির্মাণ করা ঠিকাদার হলেন কিশোর রায়। কাজ শুরু ১০/০৮/২০১৪ইং এবং সমাপ্তি হবে ০১/০২/২০১৬ইং তারিখে। সাম্পুর্ন কাজ রুপায়নের দ্বায়িত্তে এন বি সি সি কোম্পানি লিমিটেড। প্রকল্পটির অর্থ প্রদানকারী সংস্থা গ্রাম উন্নয়ন মান্ত্রক।এই বাইপাস রাস্থা তৈরির সময় অনেক বাঁধা বিপত্ত দেখা দিয়েছিল ,কাজের গুনগতমান নিয়ে বাম আমলে নেতাদের মধ্যে তমুল ঝামেলা ও লড়াই লেগেছিল।তার পর মাঝখানে নির্মাণকাজ অনেক দিন বন্ধ ছিল।ঠিকেদার কিশোর রায় পার্টির লোক্যাল,অঞ্চল এমনকি বিভাগীয় নেতাদের মোটা অংকের প্রণামি দিয়েই পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু করতে হচ্ছে। কাজ গুলো এতই ছিল নিম্ন মানের যা রডদী র্মাকা ইট,বালির ছিল রাবিশ,এবং কালর্বাট ২৬টি ধরা ছিল কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কম তৈরী করে দায়িত্ব খালাস, বিটুমিন দাসাড়া ভাবে দিয়ে কনোরকমে উদ্ধার হয়ে ছে। আর এই রাস্থা নির্মাণকাজ নিয়ে রাজ্যের প্রভাতী প্রত্রিকা এবং টেলিভিশনে খবর সম্প্রচার হয়েছে। তার পর কিছু টা টনক নড়ছে ত্রিপুরার সড়ক উন্নয়ন সংস্থার আধিকারিকের।লাম্প জুম্পু করে ই, আধিকারিক গন নেতাদের চাপে ঘরে বসে যান।আর ঝোপ বুঝে কোপ মারে ঠিকেদার নিম্নমানের কাজ হাসিল করে গেছে। বতর্মানে যার খেসারত দিতে হচ্ছে, সধারন পথ যাত্রীদের।রাস্থা বড় বড় গের্ত পরিনত হয়েছে, দেখলে মনে হবে যে এটা ছোট ডুবা,যা চলাচলের অনুউপযুক্ত। কিন্তু এই রাস্থা দিয়েই সোনামুড়া এবং কাঁঠালিয়ার সমস্থ মালবাহী গাড়ি ও এমারজেনসী রোগীর গাড়ি ও চলাচল করে। হেন পরিস্থিতিতে ও রাস্থাটি মেন্টিনেঞ্চ করার কনো উদ্যোগ নিচ্ছন না ঠিকেদার।রাস্থার হাল বেহাল চিত্রের কথা বক্সনগর পূত্ত দপ্তরের আধিকারিকের দৃষ্টি গোচরে দেওয়া হয়েছে,নেই কনো হেল দৌল,করছেনা কনো কর্নপাত। অথচ প্রধান মান্ত্রি গ্রাম সড়ক যোজনা ২০১৬ইং হইতে ২০২১ ইং৯ মাস পযর্ন মেন্টিনেঞ্চ খরচা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাহলে কেন ঠিকেদার কাজ করবেন না।মাঝখানে নামকাওয়াস্থে কিছু সংস্কার করেছন,তা ও ভালো হয়নি।সংস্কার করার জন্য ২০১৬-১৭তে খরচ করতে পারেন ০.৫৫৫ লাখ টাকা।

২০১৭-১৮তে খরচ করতে পারবে ০.৬৬১ লাখ টাকা।২০১৮-১৯ সংস্কার বাবদ খরচ করতে পারবে ১.৫৩১লাখ টাকা। ২০১৯-২০ সংস্কার বাবদ খরচ করা যাবে ১.৯৭৮ লাখ টাকা।২০২০-২১শে সংস্কার করার জন্য মোট ধরা ২.৪৫৫ লাখ টাকা।এত গুলি টাকা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হওয়া সত্ত্বেও কেন? রাস্থার কাজ করছেনা ঠিকেদার,নাকি অন্য কনো রহস্য লুকিয়ে আছে।এটাই এখন সাধারণ নাগরিকের প্রস্ন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বীরচন্দ্র মনু এলাকায় ব্রু সংগ্রমা মথহ এর উদ্যোগে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ আগস্ট।। মঙ্গলবার বেলা ২ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্র মনু এলাকায় ব্রু সংগ্রমা মথহ এর উদ্দ্যোগে রিয়াং জনজাতি অংশের লোকজনদের নিয়ে চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এক সুবিশাল রেলির আয়োজন করাহয়। এই রেলিটি বীরচন্দ্র মনু বাজারের বিভিন্ন পথ অতিক্রান্ত করে বীরচন্দ্র মনুর নতুন বাজারে এসে সমাপ্তি হয়। পরবর্তী সময় বীরচন্দ্র মনু নতুন বাজারে এক আলোচনা সভার আয়োজন করাহয়।

আজকের এই রেলির মাধ্যমে চারদফা দাবি আদায়ের জন্য স্লোগান দিলেন রিয়াং জনজাতি অংশের লোকজনেরা। এই চার দফা দাবি হলো রিয়াং সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা কাউ ব্রু কে রাজ্য ভাষা হিসাবে সরকারীভাবে স্বীকৃতি প্রদানকরা, রিয়াং জনজাতির কূল দেবী সংগ্রমা পূজার দিন সরকারি ভাবে ছুটি ঘোষনা করা, ত্রিপুরা ও মিজুরামের সিমানা সরকারিভাবে নির্ধারন করা, জম্পুই পাহাড়ে অবস্থিত শিব মন্দির পুনরায় স্থাপন করা। এই চার দফা দাবির ভিত্তিতে আজকের এই রেলি ও আলোচনা সভার আয়োজন কর হয়। আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্রু সংগ্রমা মথহ এর জেনারেল সেক্রেটারী ক্ষনারাম রিয়াং, ভাইস প্রেসিডেন্ট বিরেন্দ্র রিয়াং, অনিল রিয়াং সহ ব্রু সংগ্রমার অন্যান্য পদাধিকারিকরা।

আজকের এই রেলি ও সভা শেষে সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে আজকের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলেধরেন ব্রু সংগ্রমা মথহ এর জেনারেল সেক্রেটারী ক্ষনারাম রিয়াং। তিনি জানান অন্যান্য বছরের ন্যায় এইবছরও ভাদ্রমাসের অমবস্যা তিথীতে বীরচন্দ্র মনু এলাকায় রাজ্যভিত্তিক রিয়াং জনজাতির কূল দেবীর পূজা অনুষ্ঠীত হবে। অপরদিকে তিনি জানান উনাদের এই চার দফা দাবি পূরন নাহলে উনারা আগামীদিনে আরো বৃহত্তম আন্দোলনে যাবেন। ব্রু সংগ্রমা মথহ কতৃক আয়োজিত আজকের রেলিতে এক হাজারের অধিক লোকজন অংশগ্রহনকরে। রেলিতে আগত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

পানিসাগর থানার চোখে ধুলো দিয়ে অবৈধভাবে পাচারের পথে বিএসএফের হাতে আটক ১৫ টি গরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ আগস্ট।। পানিসাগর থানার চোখে ধুলো দিয়ে অবৈধভাবে পাচারের পথে বিএসএফের হাতে আটক দুই গাড়ি বোঝাই গরু।টট্রু০৫ঞ্ঝ/১৮৯২ এবংটট্রু০৫ঙ্ক/১৯১২ বলেরও পিকআপ গাড়ি দুটি থেকে মোট ১৫ টি গরু উদ্ধার করে পানিসাগর বিএসএফ হেডকোয়ার্টারের জওয়ানরা। সাথে আটক দুই গাড়ির চালক সঞ্জয় নাথ ও বিশু মালাকার।গরু সহ গাড়ি এবং দুই চালককে পানিসাগর থানার হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার পানিসাগর থানাধীন রামনগর বাজারে দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছে গরুর অবৈধ ব্যবসা।প্রতি মঙ্গলবার রামনগরে বসে গরুর হাট। আর সেখান থেকে প্রতি বাজার বারে অবৈধভাবে গরু ক্রয় করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ পাচার হওয়ার অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। কিন্তু কাকতালীয় ভাবে পানিসাগর থানার পুলিশ সে ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।তেমনি আজ অবৈধভাবে গরু পাচারের সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পানিসাগর ২০ নং ব্যাটালিয়ানের বিএসএফ জওয়ানরা পানিসাগর রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই গাড়ি বোঝাই গরু উদ্ধার করে। দুটি বলেরও পিকআপে তল্লাশি চালিয়ে ১৫ টি গরু উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বিএসএফ জওয়ানরা।আটক করা হয় দুই গাড়ি চালক সঞ্জয় নাথ ও বিশু মালাকারকে।ধৃত দুই চালকের বাড়ি রামনগর এলাকায় বলে জানা গেছে।

এদিকে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়া গরু গুলি কুমারঘাট ফটিকরায় হয়ে বাংলাদেশ পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।এই গরু গুলি দক্ষিণ পানিসাগরের একলাছ উদ্দিনের জিম্মায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল বলে জানা গেছে। তাছাড়া গরু গুলির কোন বৈধ কাগজপত্র নেই বলে বিএসএফ সূত্রে জানা যায়। অপরদিকে গরু সহ দুটি গাড়ি ও দুই চালককে পানিসাগর থানার হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।পানিসাগর থানার পুলিশ ঘটনাটি নিয়ে লোক দেখানোর বরং শুরু করেছে।তাছাড়া পানিসাগর বাসী সূত্রে জানা যায়,এই গরু পাচার কাণ্ডের মূল মাস্টারমাইন্ড কুমারঘাটের বছো মিয়া।পানিসাগর থানাকে মোটা অংকের বিনিময় ম্যানেজ করে এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ গরু পাচার কান্ড সংঘটিত করে আসছিল আন্তরাষ্ট্রীয় গরু পাচারকারী বছো মিয়া বলে অভিযোগ। যদিও বিএসএফ জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া গরুর ধরপাকড় করলেও,পানিসাগর থানার বাবুরা অর্থের বিনিময়ে সেটিং হয়ে আন্তরাষ্ট্রীয় গরু পাচারকারীর হাতে হাত মিলিয়েছেন বলে অভিযোগ। সুতরাং পানিসাগর থানা এলাকার জনগণ জোরালো দাবি তুলছেন, পানিসাগর থানার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

সোনামুড়া কলেজে এসএফআইয়ের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ আগস্ট।। পরিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সমস্যা সমাধানে সোনামুড়া কবি নজরুল মহাবিদ্যালয়ে ছচ্জ্জ এর ডেপুটেশান।

কলেজের ষষ্ঠ সেমিস্টার পরিক্ষার একেবারে প্রাকমূহুর্তে পূর্ব নিদ্ধারিত সবধরনের অনলাইন পরিক্ষা স্থগিত করে দেয় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ , সকল ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যে পরীক্ষা ফি এবং যাবতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছে এখন পরিক্ষা স্থগিত করায় বিপাকে পড়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা।পরিক্ষা বাতিলের কারন হিসাবে কর্তৃপক্ষ বলেছেন যেহেতু আগামী ২৫-ই আগষ্ট থেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক সব কলেজ খুলে ক্লাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাই অনলাইন পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।ছচ্জ্জ দাবী করছে পরিক্ষা অফলাইন বা অনলাইন যেভাবেই হয় অন্তত পক্ষে আগামী ৩ মাস ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করিয়ে পরিক্ষা নেওয়া হউক।এই দাবিতে সোনামুড়া কলেজে এসএফআই এর ডেপুটেশন এই দাবি পূরুন না হলে আগামীদিন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে ছাত্ররা।

গোলাঘাটিতে রাখি বন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ আগস্ট।। মহিলা মোর্চা সিপাইজলা (উত্তর) জেলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় রাখি বন্ধন উৎসব। মঙ্গলবার গোলাঘাটি বিধানসভার গোপীনগর কমিউনিটি হলে আয়োজিত রাখি বন্ধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী শান্তা দাস সহ জেলা এবং মন্ডলের মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা। যুব মোর্চার প্রদেশ সম্পাদক রাজেশ সাহা, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি দীপ্তনু দাস, বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ দেববর্মা, গোলাঘাটি মন্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা সহ প্রায় শতাধিক কার্যকর্তার হাতে রাখি পড়িয়ে দেন মহিলা মোর্চার কার্যকর্তারা। মহিলা মোর্চার বোনেরা বিজেপি এবং যুব মোর্চার ভাইদের হাতে রাখি পড়িয়ে মিষ্টিমুখ করান। একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী শান্তা দাস বলেন সারা রাজ্যে মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে আজকের এই আয়োজন।

বিকেআই মাঠে জিমের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সদর বিলোনিয়াতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব এবং বিজেপি দলের রাজ্য সভাপতি মানিক সাহার উপস্থিতিতে দিনভর কর্মসূচি চালালো মুখ্যমন্ত্রীআজ সকাল ১১ টায় বিলোনিয়াতে নবনির্মিত টাউন হল তথা শচীন দেব বর্মন অডিটোরিয়ামে কিষান মোর্চার প্রদেশ কার্যকারেনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহা,কৃষাণ মোর্চার প্রদেশ সভাপতি জহর সাহা ,কৃষিমন্ত্রী প্রাণ জিৎ সিংহ রায় এবং জেলার সকল বিধায়ক, ও জেলার অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।এর পর মুখ্যমন্ত্রী চলে যান বিলোনীয়ার বিকেআই স্কুল মাঠে প্রায় ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত ওপেন জিম সেন্টার উদ্বোধন করতে, এবং উদ্বোধন শেষে সেখান থেকে ছুটে আসেন বনকর বাজারে নবনির্মিত খুচরো মৎস্য বিপণন কেন্দ্র উদ্বোধনে, ।মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কৃষিতে এবং রেগাতে।প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ১লক্ষ ৫৯ হাজার ঘর ত্রিপুরা রাজ্যের গরিব মানুষের মধ্যে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ২৫ বছরের বাম সরকারের তুলোধুনো করে এ রাজ্য সরকারকে উৎখাত করে বর্তমানে একটা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ,রাজ্যের মানুষের প্রাণের সরকার তাই আজ বিভিন্ন দল ত্যাগ করে ১৩৯৪ জন সমর্থক বিজেপি দলের পতাকা তলে সামিল হয়েছেন।

বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক দীপক রায় চৌধুরী যোগ দিলেন তৃণমূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ আগস্ট।। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক দীপক রায় চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিন রাজ্যের কোন না কোন স্থানে যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মঙ্গলবার আগরতলায় লালবাহাদুর সংঘ সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক এর বাসভবনে যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক সংগঠক দীপক রায় চৌধুরীর দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ তৃণমূল নেতা ডক্টর শান্তনু সেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা সুবল ভৌমিক। যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ ডঃ শান্তনু সেন বলেন ত্রিপুরার মাটি মা মাটির মানুষের মাটি। ত্রিপুরা মমতাময় হয়ে উঠেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে যে ভাবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে চলেছে এবং যেভাবে আইন হাতে তুলে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিভিন্ন স্থানে যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের ওপর হামলা দমন-পীড়ন চালানো হচ্ছে তা রাজ্যের শান্তিকামী জনগণ কোনভাবেই মেনে নেবেন না। বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের শান্তিকামী গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ এসবের যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত হচ্ছেন বলেও তিনি জানান।তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই লক্ষকে কেন্দ্র করে প্রায় প্রতিদিনই পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ও নেতারা ত্রিপুরায় ছুটে আসছেন।

নির্যাতন

● প্রথম পাতার পর

দেবার জন্য আক্রমণ চালায় আজ দ্বারস্থ হয়েছেন বিশালগড় থানা। দেবরের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নাম ধাম দিয়ে বিশালগড় মহিলা থানায় একটি লিখিত এফআইআর দায়ের করেন নির্যাতিতা গৃহবধূ তাসলিমা আক্তার ও তার পরিবার। এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ অভিযুক্ত বিরুদ্ধে কি ভূমিকা গ্রহণ করে সেদিকে তাকিয়ে আছে উত্তর চরিলাম খামার বাড়ির লোকজন।

অবহেলিত

● প্রথম পাতার পর

জন্য বেশ কয়েক বার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। সরকার আসে যায় কিন্ত এই গ্রামের সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়েছে। গ্রামের জনগন হুমকি দিয়েছে অবিলম্বে যদি তাদের গ্রামের সমস্যা গুলি সমাধান না করা হয় তা হলে আগামী নির্বচনে তারা ভোট বয়কট করবে।এবার দেখার বিষয় রাজ্য সরকার অবহেলিত শিমুল টিলা গ্রামের দিকে কতটুকু নজর দেয়।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

করে ৭০ বছরে দেশে কিছুই হয়নি। কিন্তু এই বছরগুলিতে দেশের যে সম্পত্তি তৈরি হয়েছে, তাকেই এবার বিক্রি করার পথে হাঁটছে সরকার। তিনি বলেন, ''বিজেপি বলে গত ৭০ বছরে নাকি কিছুই হয়নি। কিন্তু এবার গত ৭০ বছরের সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে।'' তাঁর অভিযোগ, ভারতের গুটিকয় শিল্পপতি বন্ধুর স্বার্থ দেখতেই এই নয়া প্রকল্পও চালু করা হয়েছে।

এদিকে এই নতুন প্রকল্পটির পক্ষে নির্মলা সীতারমণের বক্তব্য ছিল, কোনও অব্যবহৃত সামগ্রী, যার কোনও মালিকানা নেই, সম্পদ হলেও যা দিনের পর দিন অবহেলায় পড়ে রয়েছে, সেসবের নির্দিষ্ট অর্থমূল্য ধার্য করে বেসরকারি সংস্থার সাহায্যে ব্যবহার করা হোক। তবে এই অর্থের লভ্যাংশ থাকুক কেন্দ্রের হাতে। তাতে কোষাগারের চাপ কিছুটা কমতে পারে বলে আশা তাঁর। কীভাবে এই কাজ হবে, তার জন্য বেশ কয়েকটি ধাপের কথাও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। নীতি আয়োগের সিইও অমিতাভ কান্ত অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, চার বছর পর এসবের নির্দিষ্ট মূল্য স্থির করা হবে।

ছয় দফা

● প্রথম পাতার পর

এ দিন জেলা শাসকের উদ্দেশ্যে দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয়। দাবিগুলি পূরণের জন্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি আকর্ষণ করা হয় এদিন বলে জানান আমরা বাঙালি রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল। তিনি আরো বলেন, নিরাপত্তার প্রশ্নে সীমান্তের অধিকাংশ জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। তবে যে সমস্ত অঞ্চলে সীমান্তের বেড়া দেওয়া হয়নি, সেসব সীমান্ত দিয়ে উগ্রবাদীরা অবাধ যাতায়াত করছে। ফলে সেই সমস্ত এলাকার মানুষের জীবনের নিরাপত্তা এখনো হুমকির মুখে। অন্যদিকে নিরাপত্তার প্রশ্নে সীমান্তের বেড়া দেওয়ার ফলে অনেক কৃষক পুরো জায়গা, জমি এমনকি বসতবাড়ি কাঁটাতারের ভিতর চলে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে অনেকেরই অন্য প্রান্তে গিয়ে বাড়িঘর করতে হয়েছে। ফলে তারা আর্থিকভাবে অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি হয়েছে যাদের চাষের জমি ফলের বাগান কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে রয়েছে তাদের। কারণ সীমান্তরক্ষীরা অসহযোগিতা ও বাধা দানের ফলে সময় মতো কৃষকরা জমিতে চাষাবাদ করতে যেতে পারছে না। এ বিষয়ে সীমান্ত বাহিনী কর্তৃপক্ষের সাথে বহুবার আলাপ আলোচনা হলেও কোনো সমাধান হয়নি। তাই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জুমিয়াদের

● প্রথম পাতার পর

ঘটবে। তাছাড়া, তাঁদের ধর্মীয় রীতিনীতিতেও প্রভাব পরার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনের প্রতিবাদে আজ স্থানীয় জনগণ রাস্তা অবরোধ করেছেন।

খবর পেয়ে আমবাসা ডিসিএম এবং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অবরোধস্থলে ছুটে যান এবং তাঁদের বুঝিয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করান। আমবাসা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বলেন, হরিণাছড়ায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনে স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে ঠিকই। কিন্ত এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আদৌ ওই স্থানে ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে প্রশাসন স্থির করেনি। তিনি বলেন, স্থানীয় জনগণকে এ-বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে। তাঁদের এক প্রতিনিধি দল ওই আপত্তি নিয়ে জেলা শাসকের সাথে দেখা করবেন বলে স্থির হয়েছে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজনের দাবী গৃহবধূকে আত্মহত্যার পথ বেছেনিতে বাধ্যকরাহয়েছে। অগ্নিকান্ডের পর গৃহবধূকে চিকিৎসারজন্য শান্তির বাজার জেলাহাসাপাতালে নিয়ে আসাহয়। সেখানে কর্তব্যরতচিকিৎসক গৃহবধূর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আগরতলা জীবি হাসাপাতলে স্থানান্তরিত করে। জীবি হাসাপাতলে নিয়ে যাওয়ার পর গৃহবধূ মৃত্যুর মুখে ঢলেপরে। অবশেষে আত্মহত্যা করতে বাধ্যকরাহয়েছে এমন অভিযোগ এনে গৃহবধূর বাপের বাড়ীর লোকজন মঙ্গলবার বাইখোড়া থানায় এক লিখিত মামলা দায়ের করেন। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে আরক্ষা প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপগ্রহনকরে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

নীতির ফলে কোনো রং বিচার না করেই যোগ্য ব্যক্তিরা সুযোগ পাচ্ছেন। কোভিড পরিস্থিতিতে একাধারে অন্নের যোগান ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে টিকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তিনি জোর গলায় বলেন, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে মিছিল মিটিংয়ে সময় অতিবাহিত করার বদলে সবার রোজগার তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তাঁর সাফ কথা, মন্ত্র হোক একটাই, সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ। আজকের এই যোগদান সভায় আপাতত শাসক শিবিরে চিন্তা কিছুটা কমেছে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা এখনো কমেনি, তার প্রমান আবারও মিলেছে। সাথে, রাগ অভিমান, ক্ষোভ-বিক্ষোভ মনে রেখেও বিজেপির প্রতি আস্থা প্রদর্শন আগামী টনিক হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

চালকরা

● প্রথম পাতার পর

জোর তল্লাশি করা হয়।সেই গাড়ির মধ্যে অবৈধ নেশা সামগ্রী রয়েছে সন্দেহে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালানো হয়।তল্লাশি চালিয়ে নেশা সামগ্রী মিলেনি। বিশালগড়বাসির অভিযোগ কি কারনে অভিযুক্ত তিন জনকে আটক করে আজ সকালে আবার ছেড়ে দিল পুলিশ। সে বিষয়ে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন তুলছেন বিশালগড়বাসি। অন্যদিকে পুলিশের এ ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে বিশালগড় মহকুমায় নেশাখোর ছিনতাইকারীদের বাড়বাড়ন্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।

ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

রোওনাহয়েছেন। এরইমধ্যে দেবদারু এলাকায় পৌঁছানোর পর নিমাই দাসের স্কুটিতে একটি মালবাহী ট্রাক সজোরে ধাক্কা দেয়। এতেকরে নিমাই দাস স্কুটি থেকে রাস্তায় ছিটকে পরেযায়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার খবরপেয়ে জোলাইবাড়ীর দমকল বাহীনির কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে নিমাই দাসকে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান নিমাই দাস ঘটনাস্থলে প্রান হারান।

রোগী

● প্রথম পাতার পর

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৬২ জন, দক্ষিণ জেলায় ২৩ জন, গোমতি জেলায় ১৬ জন, ধলাই জেলায় ৫ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১৩ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১৮ জন, উনকোটি জেলায় ২৪ জন এবং খোয়াই জেলায় ৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय
CENTRAL UNIVERSITY OF KERALA
Tejaswini Hills, Periye (PO), Kasaragod (DT), Kerala - 671320
सीयूसीईटी 2021/CUCET 2021
केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय/Central University of Kerala
यू.जी/पी.जी प्रवेश 2021 - UG/PG Admissions 2021
आवेदन देने की अंतिम तारीख/Application Deadline
01-09-2021
अधिक जानकारी केलिए/For more details:
www.cucet.nta.nic.in, www.cukerala.ac.in
davp 21353/11/0004/2122

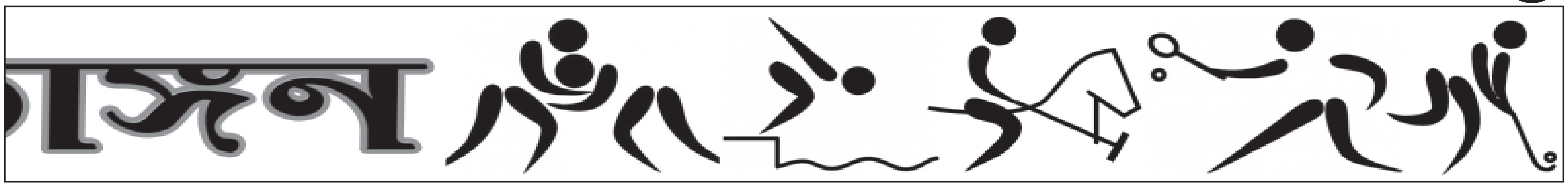

কাবুল থেকে আসা গুরু গ্রন্থসাহিব মাথায় করে নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : আফগানিস্থান থেকে দেশে আসা গুরু গুরু গ্রন্থসাহিব মাথায় তুলে নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। মঙ্গলবার আফগানিস্তান থেকে ৭৫ জনকে নিয়ে দেশে ফিরল বায়ুসেনার এক বিশেষ বিমান। সেই বিমানেই এল তিন কপি শিখ ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থসাহিব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী নিজে দিল্লির বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখা গেল মাথায় করে ওই ধর্মগ্রন্থকে নিয়ে হেঁটে যেতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি মুরলীধরন ও বিজেপি নেতা আরপি সিং। শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় পবিত্র ধর্মগ্রন্থ।

আফগানিস্তান থেকে বিপন্নদের ফেরানোর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হরদীপ সিং পুরী। তাঁর কথায়, "আমি প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ধন্যবাদ দিতে চাই আফগানিস্তানে কঠিন পরিস্থিতিতে পড়া আমাদের ভাইদের দেশে ফেরানোর এই পরিকল্পনার জন্য। বাকিদেরও ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা নিয়মিত সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে চলেছি। এজন্য আমি বিদেশমন্ত্রক, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর ও বিদেশমন্ত্রকের ভি মুরলিধরনকেও ধন্যবাদ দেব।" সেই সঙ্গে গুরু গ্রন্থসাহিবের কপিগুলি ফেরানো প্রসঙ্গেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি।

এদিনের ৭৫ জনের মধ্যে ছিলেন ৪৬ জন আফগান শিখ ও হিন্দু। আফগানিস্তানে ফের তালিবান যুগ শুরু হওয়ায় যে কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে ওই শিখদের দেশে ফেরার ঘটনায় কার্যত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন দিল্লি শিখ গুরুদ্বার কমিটির সভাপতি মনজিন্দর সিং সিরসা। দেশে ফেরা শিখদের মধ্যে তিনজনকে মার্কিন সেনাই নিজেদের তত্ত্বাবধানে কাবুল বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়েছে বলেও জানান তিনি।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

লিগামেন্টের চোট গুরুতর, আসন্ন বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়ানশিপে অংশ নিতে পারবেন না বজরং পুনিয়া

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : চলতি ২০২১ সালের মরসুমটা "অকালেই"শেষ হয়ে গেল টোকিও অলিম্পিকে থেকে ভারতকে ব্রোঞ্জ পদক এনে দেওয়া বজরং পুনিয়ার। কারন তাঁর লিগামেন্টের চোট গুরুতর আকার ধারণ করেছে। যার জেরে নরওয়ের ওসলোতে আসন্ন বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়ানশিপে তিনি আর অংশ নিতে পারবেন না। ফলে এবছর আর কুস্তির রিং-এ নামতে পারবেন না বজরং পুনিয়া। উল্লেখ্য টোকিও গেমসের আগেই জুনে রাশিয়াতে চোট পেয়েছিলেন বজরং পুনিয়া। সেই চোট আর তীব্র যন্ত্রণা নিয়েই টোকিও-তে ব্রোঞ্জ জেতেন তিনি। গেমস থেকে ফেরার পর সম্প্রতি তার সেই চোটের জায়গায় এমআরআই করা হয়েছিল। ডাক্তার দিনশ পারডিওয়ালার তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই হাসপাতালে স্পোর্টস বিভাগে এখন তাঁর চিকিৎসা চলছে। তার ডান পায়ের লিগামেন্টের চোট খুবই গুরুতর। লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছে বলে জানা যায়। যার ফলে অক্টোবর মাসে ২-১০ তারিখ নরওয়ের ওসলোতে বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়ানশিপে তিনি আর অংশ নিতে পারবেন না। রিহ্যাব শেষ করার পরেই কুস্তিতে ফিরতে পারবেন তিনি। অন্ততপক্ষে ছয় সপ্তাহ তাঁকে কুস্তি থেরে দূরে থাকতে হবে। এই বছরে আর কোনও র‍্যাঙ্কিং প্রতিযোগিতা নেই। যে কারণে এই বছরের মত বজরং পুনিয়ার মরশুম কার্যত শেষ হয়ে গেল।

এফসি কাপে বাংলাদেশের বসুন্ধরার বিরুদ্ধে ড্র করে পরের রাউন্ডে এটিকে মোহনবাগান

কলকাতা, ২৪ আগস্ট (হি. স.): এএফসি কাপে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করে সবুজ-মেরুন। আর এই ড্র-এর ফলে এএফসি কাপের পরের রাউন্ডে পৌঁছে গেল এটিকে মোহনবাগান। পরের রাউন্ডে যাওয়ার জন্য এক পয়েন্টই দরকার ছিল এটিকে মোহনবাগানের। মঙ্গলবার বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে পিছিয়ে ছিল সবুজ-মেরুন। বসুন্ধরা কিংসের ফারনান্ডেজের গোলে ২৮ মিনিটে পিছিয়ে যায় এটিকে মোহনবাগান। গোলবক্সের মধ্যে একক দক্ষতায় মোহনবাগানের রক্ষণে ফাঁক খুঁজে নেন তিনি। জোরালো শটে পরাস্ত করেন গোলরক্ষক অমরিন্দর সিংকে। তবে প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার মুহূর্তে লাল কার্ড দেখেন বসুন্ধরার সুশান্ত ত্রিপুরা। দশ জন হয়ে যায় বাংলাদেশের ক্লাবটি। দ্বিতীয়ার্ধে সেই সুবিধাটাই নেয় মোহনবাগান। ৬২ মিনিটের মাথায় ডেভিড উইলিয়ামসের গোল। লিস্টন কোলাসোর পাস থেকে গোল করেন তিনি। তাঁর গোলেই স্বস্তি পান সবুজ মেরুন সমর্থকরা। পরের রাউন্ডে যাওয়ার জন্য এই ড্র দরকার ছিল তাদের। তবে প্রথমার্ধেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল আন্তনিয়ো লোপেজ হাবাসের দল। ১৮ মিনিটের মাথায় ফাঁকা গোলে বল ঠেলতে ব্যর্থ হন কোলাসো। ৪০ মিনিটের মাথায় রয় কৃষ্ণর শট আটকে যায় বসুন্ধরার ডিফেন্সে। গোল বক্সের ঠিক বাইরে ফ্রি কিক পেয়েছিল মোহনবাগান। তবে জোড়া হলুদ কার্ড দেখায় মাঠে মঙ্গলবার মাঠে ছিলেন না হুগো বৌমস। ফ্রি কিক থেকে গোলও পেলও না সবুজ মেরুন। গ্রুপ ডি থেকে তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট পেয়ে পরের রাউন্ডে মোহনবাগান।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকতে পারবেন না ভারতের পতাকাবাহক থঙ্গাভেলু মারিয়াপ্পান

টকিও, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : বিমানে এসেছিলেন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে। টোকিও প্যারালিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকতে পারবেন না ভারতের পতাকাবাহক থঙ্গাভেলু মারিয়াপ্পান। হাই জাম্পে গত বারের চ্যাম্পিয়ন মারিয়াপ্পানকে নিভৃতবাসে পাঠান হয়েছে।মারিয়াপ্পানের বদলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা হাতে নেবেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী তেকচন্দ। এ বারও পদকের আশা রয়েছে হাই জাম্পে গত বারের চ্যাম্পিয়ন থঙ্গাভেলু মারিয়াপ্পানকে।। টোকিও প্যারালিম্পিকের তাঁর উপর বর্তেছিল ভারতের পতাকা বহনের ভার।তবে ভাগ্যের পরিহাস। নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে মারিয়াপ্পানকে। টোকিও যাওয়ার সময় বিমানে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন তিনি। ফলে আজ প্যারালিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকতে পারবেন না তিনি। মারিয়াপ্পানের বদলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকা হাতে নেবেন এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী তেকচন্দ। ভারতের প্যারালিম্পিক সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়, "বিমানে টোকিও আসার সময় মরিয়াপ্পান এক করোনা আক্রান্ত বিদেশি যাত্রীর সংস্পর্শে আসেন। গেমস ভিলেজে আসার পর টানা ছয় দিন তাঁর করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রতি বারই ফলাফল নেগেটিভ এসেছে। তবে আয়োজনকারীদের পক্ষ থেকে মারিয়াপ্পানকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।" উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের ছয় জন আধিকারিক এবং পাঁচ জন খেলোয়াড়ের অংশ নেওয়ার কথা। মারিয়াপ্পান ছাড়াও করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছেন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে লাবণ্য স্বস্তিক সিরসিকার, সম্বির সিং, বিনোদ কুমার, অভিষেক সঞ্জীব ওয়াঘ এবং মহম্মদ দানিশকে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিশ্ব হকির বর্ষসেরা মঞ্চে মনোনীতদের তালিকায় ভারতীয় দলের দাপট

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : বিশ্ব হকির বর্ষসেরা পুরস্কার মঞ্চে মনোনীতদের তালিকায় ভারতীয় দলের দাপট। আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার বর্ষসেরা পুরস্কারের জন্য একাধিক ভারতীয় হকি খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফরা মনোনীত হয়েছেন। বর্ষসেরা খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীতদের মধ্যে রয়েছেন হরমনপ্রীত সিং, গুরজিৎ কৌর, শ্রীজেশ এবং সবিতা পুনিয়া। বর্ষসেরা হওয়ার সুযোগ রয়েছে ভারতের দুই দলের কোচেদের কাছেও।

করোনার কারণে গত বছর দেওয়া হয়নি বিশ্ব হকির বর্ষসেরা পুরস্কার। তাই এই বছরের পুরস্কার দেওয়া হবে গত বছর থেকে টোকিও অলিম্পিক অবধি পারফরম্যান্সকে মাথায় রেখে। আর এবার টোকিওতে ভারতের পুরুষ দল হকিতে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। অন্যদিকে দুরন্ত সাফল্য দেখিয়ে চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে ভারতের মহিলা হকি দল। টোকিও অলিম্পিকে আট ম্যাচে হরমনপ্রীতের ছয়টি গোল ভারতের পুরুষ হকি দলকে ৪১ বছর পর পদক এনে দিয়েছে। মেয়েদের দলের হয়ে গুরজিতের দাপট ভারতকে সেমিফাইনালে উঠতে সাহায্য করেছিল। ফলে বিশ্ব হকির বর্ষসেরা পুরস্কার মঞ্চে মনোনীতদের তালিকায় ভারতীয় দলের দাপট। বর্ষসেরা খেলোয়াড় হিসেবে মনোনীতদের মধ্যে রয়েছেন হরমনপ্রীত সিং এবং গুরজিৎ কৌর। গোলকিপারদের তালিকায় রয়েছেন শ্রীজেশ এবং সবিতা পুনিয়া। বর্ষসেরা হওয়ার সুযোগ রয়েছে ভারতের দুই দলের কোচ গ্রাহাম রিড এবং সোর্দ মারিনের কাছেও। ---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হল এবারের প্যারালিম্পিকের ভারতের পতাকা বহন করলেন জ্যাভলিন থ্রোয়ার তেক চাঁদ

টোকিও, ২৪ আগস্ট (হি. স.): বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা হল এবারের প্যারালিম্পিকের। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে শেষ মুহূর্তে নিভৃতবাসে যাওয়ায় মঙ্গলবার টোকিও প্যারালিম্পিকে ভারতের পতাকা বাহক হিসাবে এদিন দেখা যায় জ্যাভলিন থ্রোয়ার তেক চাঁদকে। টোকিও অলিম্পিক আয়োজন নিঃসন্দেহে এক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। করোনা সংক্রমণের ভয়, বিবাদ ও বিরোধের মাঝেই সফলভাবে অলিম্পিক আয়োজিত করে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে জাপান। এবারে পালা প্যারালিম্পিক্সের।

জাঁক-জমকপূর্ণ এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সূচনা ঘটেছিল টোকিও অলিম্পিক ২০২০-র। এবার ২৪ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর প্যারালিম্পিক আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আরও এক বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি জাপান। মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই সূচনা হল এবারের প্যারালিম্পিকের।

সব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে অবশেষে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে সাফল্যের পর প্যারালিম্পিকেও রেকর্ড সাফল্যের লক্ষ্যে থাকবে। এবারে প্যারালিম্পিক্সের ইতিহাসে ভারতের সর্বাধিক মোট ৫৪ জন প্যারা-অ্যাথলিট অংশ নেবেন। এদিন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতের হয়ে পতাকা বাহক হিসাবে মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলুর থাকার কথা হলেও করোনা পজিটিভ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসায় শেষ মুহূর্তে তাঁকে নিভৃতবাসে পাঠানো হয়। তাঁর বদলে ভারতের পতাকা বাহক হিসাবে এদিন দেখা যায় জ্যাভলিন থ্রোয়ার তেক চাঁদকে। গৌরবের সঙ্গে ভারতীয় পতাকা হাতে স্টেডিয়ামে প্রবেশ করেন তিনি। এবারের প্যারালিম্পিকে মোট ন'টি খেলায় অংশ নেবে ভারত।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আশঙ্কাই সত্যি হল, স্থগিত হল পাক আফগান ক্রিকেট সিরিজ

কাবুল, ২৪ আগস্ট (হি. স.) : আশঙ্কাকে সত্যি করে স্থগিত হয়ে গেল পাক-আফগান ক্রিকেট সিরিজ। শ্রীলঙ্কার মাটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেপ্টেম্বরের শুরুতে একদিনের সিরিজ খেলার কথা ছিল রশিদ খানদের। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড সিরিজ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিইও হামিদ সিনওয়ারি বলেন, "ক্রিকেটারদের মানসিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে সিরিজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দু'পক্ষের সম্মতিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডও আফগানিস্তানের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে বলে দাবি হামিদের। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত আইসিসি-কেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। হামিদ বলেন, "সোমবার সন্ধ্যায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আলোচনায় আমরা সিরিজ স্থগিত রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আগামী বছর আমরা এই সিরিজ খেলার কথা জানিয়েছি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও সম্মতি জানিয়েছে। তারাও আমাদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। পাশে রয়েছে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডও। আইসিসি-কেও আমরা জানিয়েছি ২০২৩ বিশ্বকাপের আগেই আমরা এই সিরিজ খেলব।" পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, "আফগানিস্তানের ক্রিকেটারদের মানসিক অবস্থার পাশাপাশি শ্রীলঙ্কায় বাড়তে থাকা কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা, কাবুল থেকে শ্রীলঙ্কায় যাওয়ার অসুবিধা ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার কথা আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড আমাদের জানিয়েছে। সে কথা বিবেচনা করে আমরা সিরিজ আপাতত স্থগিত রাখছি।" পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কর্তা জাকির খান বলেন, "আমরা আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। খেলার ইচ্ছে থাকলেও পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমাদের পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। পরের বছর আমরা এই সিরিজ খেলব।"–

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-32/EE/RDAD/ 2021-22 Dt. 23/08/2021

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 06/09/2021 for the following works: (1) "Construction of 'Centre of Excellence for Capacity Building' at Indranagar, ITI Road, Kunjaban under Integrated Sericulture Development Project (ISDP)/SH:- Providing Internal Electrification work thereof". ECV: 71,88,849.00 (2) "Construction of Canteen in Premises of Society for Entrepreneurship Development (SOFED) at Indranagar, Agartala, West Tripura/SH:- Providing Internal Electrification work thereof". ECV: Rs. 77,788.00 Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website **https://tripuratenders.gov.in** and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the website only.

ICA-C-1874/2021-22

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/EE/KLSD/2021-22 dt. 20-08-2021

The Executive Engineer, Kailashahar Division, PWD(R&B), Kailashahar, Unakoti Dist.,Tripura, invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 09-09-2021 for the following works:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Mtc of road from Laxmi cherra Permanent Bridge to laxmicherra bailly Bridge during the year 2019-2020/SH- Grouting,patch Carpeting ,soling , matelling grouting ,Seal coating etc).length(0.280km) DNIT No. 34/EE/KLSD/ 2021-22	Rs.5,60,794.00	Rs. 5,608.00	60 (Sixty) days	Up to15.00 Hrs on 09-09-2021	At16.00Hrs on 09-09-2021	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Mtc of road from Kafranga bari road to VidyanagarEmbank approch road via Hemandra deb house during the year2021-2022/ SH-: Protection wall, Patch soling ,matelling,grouting Carpeting , seal coating etc.0.65 KM). DNIT No. 35/EE/KLSD/ 2021-22	Rs. 22,28,965.00	Rs.22,290.00	60 (Sixty) days				
3	Mtc of various road under Kailashahar Municipal Council Area during the year 2021-2022/SH- Grouting,patch Carpeting ,soling , matelling grouting ,Seal coating etc)Gr No-I DNIT No. 36/EE/KLSD/ 2021-22	Rs.21,72,464.00	Rs.21,725.00	60 (Sixty) days				
4	Mtc of various road from College road to Bhagat Singh Hall (RKSP) PWD Qtr complex, College qtr road, PWD road to embankment via Kagirgaon school during the year 2021 - 2022 / SH. Side dressing, patch soling, metalling, grouting, re-carpetting, seal coating etc. DNIT No. 37/EE/KLSD/ 2021-22	Rs. 2416894.00	Rs.24,169.00	60 (Sixty) days				

For details visit website **https://tripuratenders.gov.in** and for any enquiry, plme contact by e-mail to **eeklspwd@yahoo.in**

Executive Engineer,
Kailashahar Division,'PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti Dist.,Tripura

ICA-C-1878/2021-22

মঙ্গলবার আগরতলায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বোনেদের থেকে রাখী নিয়েছেন। ছবি নিজস্ব।

সক্রিয় রোগী ০.৯৮ শতাংশ, ৩৫৪ বেড়ে ভারতে কোভিডে মৃত্যু ৪.৩৫-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): ভারতে নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৫ হাজার ৪৬৭ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৩৫৪ জনের। সোমবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৯,৪৮৬ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৬৮ শতাংশ, ২০২০ সালের মার্চ মাসের পর সর্বোচ্চ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,১৯,৫৫১ জন, ১৫৬ দিন পর ভারতে এতটা কমল সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, ২০২০ সালের মার্চ মাসের পর সর্বনিম্ন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৪,৩৭৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৬,৪৭,৫২৬।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২৫,৪৬৭ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৭৩ জন। ভারতে ৫৮.৮৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫৮,৮৯,৯৭,৮০৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৬৩,৮৫,২৯৮ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৫৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৫,১১০ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের বাড়ল, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৯,৪৮৬ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১৭,২০,১১২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৬৮ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮০৫ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। বিগত ৬০ দিন ধরে দেশে সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার (১.৯০ শতাংশ) ৩ শতাংশের কম, বিগত ২৯ দিন ধরে দৈনিক সংক্রমণের হার (১.৫৫) ৩ শতাংশের কম।

“বন্ধু বাঁচাও” আর্তচিৎকার, মানকাচরের ভারত-বাংলা সীমান্তের ওপারে তিন বিজিবি জওয়ানকে দুষ্কৃতী কবল থেকে উদ্ধার বিএসএফের

মানকাচর (অসম), ২৪ আগস্ট (হি.স.) : মানকাচরের ভারত-বাংলা সীমান্তের ওপারে তিন বিজিবি জওয়ানকে দুষ্কৃতীদের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন বিএসএফের জওয়ানরা। ঘটনা দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার মানকাচর থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গুদলিগাঁও বিএসএফ ক্যাম্প এলাকায় গত রবিবার রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার এই খবর দিয়ে বিএসএফ-এর ৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের জনসংযোগ আধিকারিক জানান, রবিবার ২২ আগস্ট রাতে নিয়মিত টহল দিচ্ছিলেন ভারতীয় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানরা। রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে ”বন্ধু বাঁচাও, বন্ধু বাঁচাও” আর্ত চিৎকার শুনতে পান এপারে বিএসএফ-এর টহলদাররা। আর্ত চিৎকার শুনে দৌড়ে ওপারে যান বিএসএফ-এর কর্তব্রত জওয়ানরা। তাঁরা গিয়ে দেখেন ওপারে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর তিনি জওয়ানকে ঘেরাও করে আক্রমণ চালাতে উদ্যত হয়েছে দুষ্কৃতকারীর এক দল। তখন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ জওয়ানরা আলো জ্বালিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে উদ্যত বন্দুক নিয়ে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রণংদেহী বিএসএফ জওয়ানদের দেখে তিন বিজিবি জওয়ানকে ছেড়ে পালিয়ে গা ডাকা দেয় দুষ্কৃতকারীর দল। এতে প্রাণে বেঁচে যান বিজিবি জওয়ানরা। দুষ্কৃতীরা তাঁদের প্রাণে মারার চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু বিএসএফ-এর বদান্যতায় প্রাণ রক্ষা পান বিজিবির তিন জওয়ান। জনসংযোগ আধিকারিক জানান, রবিবার রাতে সংগঠিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ গুডলিগাঁওয়ে বিএসএফ এবং বিজিবি-র মধ্যে এক ফ্ল্যাগ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিজিবি-র পক্ষ থেকে বিএসএফ জওয়ানদের ধন্যবাদের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

নিশিকুটুম্বদের উৎপাতে অতিষ্ঠ উত্তর জেলার ফুলবাড়ী গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ আগস্ট।। নিশিকুটুম্বদের উৎপাতে অতিষ্ঠ একটি। উক্ত গ্রামটি উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত।মিশ্র জনবসতিপূর্ণ চার হাজার দুইশ মানুষের বসবাস ফুলবাড়ী গ্রামে। তাছাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিগত প্রায় তিন বছর ধরে উক্ত গ্রামটিতে চোরের উপদ্রবে এক আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সানীয় চুরাইবাড়ি থানার ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ গ্রাম বাসীদের।

প্রতিদিন কোনো-না-কোনো গৃহস্থের ঘর, দোকান অথবা বহু মূল্যবান আগর গাছ চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে চোরের দল। অনুরূপ গতকাল রাতেও ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের জালাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মুকিত পিতা-মৃত আব্দুল সুফানের বাড়ি থেকে বহু মূল্যবান দশটি আগর গাছ কেটে নিয়ে যায় চোরের দল।প্রাতঃ ভোরে গৃহস্ত আব্দুল মুকিত ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান তার বাড়ি থেকে দশটি আগর গাছ কে বা কারা রাতের আধারে কেটে নিয়ে গেছে।তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন গৃহস্থ আব্দুল মুকিত। জানা গেছে গৃহস্ত আব্দুল মুকিত তার মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য দেড় লক্ষ টাকা দামের দশটি আগর গাছ সঞ্চিত করে রেখেছিলেন।তারপর গৃহস্থ আব্দুল মুকিত লিখিত আকারে চুরাইবাড়ি থানায় মামলা দায়ের করলেও এখন পর্যন্ত পুলিশ চোর ধর পাক করা তো দূরের কথা,ঘটনাস্থলেই আসেনি বলে অভিযোগ। এদিকে অনুরূপ ভাবে একি রাতে একই ওয়ার্ডের নিয়াজ উদ্দিন পিতা আব্দুল আজিজের বাড়ির সামনের দোকান ঘর থেকে প্রায় সত্তর হাজার টাকার তৈরি করা আগরের টুকরো নিয়ে যায় চোরের দল। দোকান ঘরের দরজা ভেঙ্গে আগরের টুকরো সহ বহু যন্ত্রাংশ নিয়ে যায় চোরের দল।

কিন্তু এই ঘটনা লিখিত আকারে জানালে স্থানীয় থানার পুলিশ বাবুরা জানান, তাদের হাতে নাকি কেইসের দীর্ঘ লাইন রয়েছে। সেগুলি শেষ করে যাবেন। পুলিশের এহেন ভূমিকা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন গ্রামবাসী।গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে চুরি যাওয়া দুটি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে চুড়াইবাড়ি থানার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ ছুঁড়ে দিয়েছেন। গ্রামবাসীর অভিযোগ করে বলেন,বছরে একবারও চুরাইবাড়ি থানার টহলদারি ফুলবাড়ি এলাকায় দেখা যায় না। তাই গোটা ফুলবাড়ি বাসী রাত্রিবেলায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগেন।গ্রামবাসী জোরালো দাবি তুলেছেন,রাতে উক্ত এলাকায় চুরাইবাড়ি থানার দু-তিনবার টহলদারির। সাথে আরও দাবি তুলেছেন, আগর গাছ চুরির সাথে যারা জড়িত তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুক স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। অন্যতায় গ্রামবাসী চোরের হাত থেকে মুক্তি পেতে প্রতিবাদে সামিল হবেন।

আটত্রিশ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত আমেরিকার সবচেয়ে লম্বা পুরুষ

ওয়াশিংটন, ২৪ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ দিন ধরেই হৃদরোগজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন, হার্টের সমস্যাতেই প্রয়াত হলেন আমেরিকার সবচেয়ে লম্বা পুরুষ ইগর ভোভকভিনস্কি। তাঁর উচ্চতা ছিল ৭ ফুট ৮ ইঞ্চি (২.৩৫ মিটার), মাত্র ৩৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আমেরিকার সবচেয়ে লম্বা পুরুষ। ইগরের মা ফেসবুক মারফত জানিয়েছেন, গত শুক্রবার মিনেসোটায় মৃত্যু হয়েছে তাঁর ছেলের, তাঁকে ১৯৮৯ সালে ইউক্রেনের বাড়ি থেকে উত্তর আমেরিকার স্টেটের মায়ো ক্লিনিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। দু’’টি অস্ত্রোপচার তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিল, কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধি রুখতে পারেনি।

ইগর ভোভকভিনস্কির বয়স যখন ২৭, তখন তাঁকে আমেরিকার সবচেয়ে লম্বা পুরুষ ঘোষণা গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ড। ২০০৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ভোভকভিনস্কির জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত ছিল, মাত্রাতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যেও সকলের উপরে থাকা ভোভকভিনস্কির সঙ্গে হাত মেলান আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তাঁর টি-শার্টে লেখা ছিল, ’বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওবামা সমর্থক।’

টিকাকরণে ফের রেকর্ড, ভারতে ৫৮.৮৯-কোটির ঊর্ধ্বে টিকাদান

নয়াদিল্লি, ২৪ আগস্ট (হি.স.): টিকাকরণে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে ৫৮.৮৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৬৩.৮৫-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫৮,৮৯,৯৭,৮০৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৬৩,৮৫,২৯৮ জনকে।

ভারতে ৫০.৯৩-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৬,৪৭,৫২৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

শিব সেনার শাসনকে ‘তালিবানি’ বলে কটাক্ষ করলেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ

মুম্বই, ২৪ আগস্ট (হি. স.): শিব সেনার শাসনকে ‘তালিবানি’ বলে কটাক্ষ করলেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে প্রকাশ্যে ‘চড়’ মারার কথা বলায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানেকে গ্রেফতার করেছে নাসিক পুলিশ। যা নিয়ে তিনি বলেন, মহারাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। এই ধরনের ‘তালিবানি শাসন’ চলবে না বলে দাবি করেন তিনি।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে চড় মারা উচিত বলে সোমবার মন্তব্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে। তাঁর সেই মন্তব্য ঘিরে উত্তাল হয় রাজ্যের রাজনীতি। রানের মন্তব্যের প্রতিবাদে রাস্তায় নামে শিবসেনা। বিজেপি যে রানের মন্তব্যকে সমর্থন করছে না সেকথা জানিয়ে দেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, “দল একশো শতাংশ তাঁর পিছনে রয়েছে।” এরপরই তিনি অভিযোগ করেন, মহারাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। এই ধরনের ‘তালিবানি শাসন’ চলবে না বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি মারাঠি ভাষায় করা এক টুইটেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। তাঁর পোস্টে তিনি লেখেন, ”কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ করা হয়েছে তা প্রতিশোধ নিতেই করা হয়েছে। আমি পুলিশি ব্যবস্থার এমন দমনের তীব্র নিন্দা করছি। এটা নাকি নতুন হিন্দুত্ব! আর এটা নাকি নতুন মহারাষ্ট্র!”

এদিকে, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা একে ‘সংবিধানের অবমাননা’ বলে উল্লেখ করেছেন। গত সোমবার রায়গড়ে বিজেপির জন আশীর্বাদ যাত্রা ছিল। সেখানেই নারায়ণ রানে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ১৫ আগস্টের ভাষণে স্বাধীনতার সালটাই ভুলে গিয়েছিলেন।তিনি আরও বলেন, যদি সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে উদ্ধব ঠাকরেকে চড় মারতেন। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এটা লজ্জার যে মুখ্যমন্ত্রী স্বাধীনতার সালটাই জানেন না। তিনি বক্তৃতার সময় স্বাধীনতার বছর জিজ্ঞাসা করতে পিছনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। আর রানের এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই গত কয়েক ঘণ্টায় আরও উত্তাল হয়েছে মহারাষ্ট্র। মঙ্গলবার সকাল থেকে জায়গায় জায়গায় সংঘর্ষ বেঁধেছে শিব সেনা এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে।-

মেঘালয়ে কমেছে করোনার প্রকোপ, ১ সেপ্টেম্বর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর পরিকল্পনা

শিলং, ২৪ আগস্ট (হি.স.) : মেঘালয়ে করোনার প্রকোপ কমতে শুরু করেছে। তাই রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে পুনরায় পঠন-পাঠন চালু করতে চাইছে রাজ্য সরকার। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন চালু করার জন্য শিক্ষা দফতর মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার নেতৃত্বে গঠিত কমিটিকে প্রস্তাব দিয়েছে। কমিটির সবুজ সংকেত পাওয়া গেলেই রাজ্যে খুলবে বিদ্যালয়। প্রসঙ্গত, করোনার প্রকোপে ২০২০ সালের মার্চে মেঘালয়ে বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন বন্ধ হয়েছিল। তার বদলে অনলাইনে পঠন-পাঠন চলছে।

মেঘালয়ের শিক্ষামন্ত্রী লাখমেন রিমবুই বলেন, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বসে পঠন-পাঠনের কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু করোনার প্রকোপে আমাদের অনলাইনে পঠন-পাঠনের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তাঁর প্রস্তাব, শহর এবং নগর এলাকায় সমস্ত মহাবিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়গুলিতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে পঠন-পাঠন চালু হোক। তাঁর আরও প্রস্তাব, শহর এলাকায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন শুরু করা যেতে পারে। তবে, শহর এলাকায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অনলাইনেই পঠন-পাঠন চলুক। তেমনি গ্রামীণ এলাকায় ওই শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশুনা করুক।

শিক্ষা দফতর এখন কমিটির অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। করোনার প্রকোপে মেঘালয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ২০২০ সালের মার্চ থেকে বন্ধ রয়েছে। অবশ্য এ-বছর সামান্য কয়েকদিনের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালু হয়েছিল। কিন্তু করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রকোপ বাড়তেই পুনরায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

উদ্ধব সম্পর্কে অবাঞ্ছিত মন্তব্য, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণের বিরুদ্ধে এফআইআর

পুণে, ২৪ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্য করায় এফআইআর দায়ের হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে। যুব সেনার অভিযোগের ভিত্তিতে নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর। পুণে শহরের চতুরশৃঙ্গি পুলিশ স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ও ৫০৫ নম্বর ধারায় নারায়ণ রানের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে এফআইআর।

সোমবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নারায়ণ রানে। উদ্ধব ঠাকরেকে তিনি ”চড় মারতে” চান বলেও মন্তব্য করেন। কিন্তু কেন? উদ্ধব ঠাকরে নাকি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে স্বাধীনতার বছরই ভুলে যান! তাই তাঁকে চড় মারতে চান বলে মন্তব্য করেন নারায়ণ রানে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে যুব সেনা। পুণে শহরের চতুরশৃঙ্গি পুলিশ স্টেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩ ও ৫০৫ নম্বর ধারায় দায়ের হয়েছে এফআইআর।

তুইসিন্দ্রাইয়ে বিরল প্রজাতির সাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ আগস্ট।। তুইসিন্দ্রাই বাড়ি এলাকার কিশোর দাসের বাড়ি থেকে মঙ্গলবার কাকভোরে একটি বিরল প্রজাতির সাপ উদ্ধার করল বনকর্মীরা। সাপটির নাম ’মাইফার ’। এটি সচরাচর অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন ঘনবন অঞ্চলে দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যের ঘন বনাঞ্চলে এমন সাপ খুবই কম দেখা যায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তুইসিন্দ্রাই বাড়ি এলাকার বাসিন্দা কিশোর দাসের পরিবারের লোকজনরা এই সাপটিকে দেখতে পায় ঘরের ভিতরে। পরিবারের লোকজনরা তেলিয়ামুড়ার গামাই বাড়িস্থিত বনকর্মীদের খবর দেন। বনকর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বিরল প্রজাতির সাপটিকে উদ্ধার করে বনদপ্তরের অফিসে নিয়ে আসেন। বনকর্মীরা উদ্ধারকৃত বিরল প্রজাতির সাপটিকে দপ্তরের আধিকারিকের নির্দেশ অনুসারে সাত মাইল এলাকার গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেয়। এদিকে এক বন কর্মী জানান, এমন বিরল প্রজাতির সাপ অর্থাৎ মাইফার সাপ অরুণাচল প্রদেশের গভীর জঙ্গলে সচরাচর দেখা যায়। রাজ্যের ক্ষেত্রে এটি বিরল প্রজাতির সাপ।বনদপ্তর এর কর্মীরা সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে। এই প্রজাতির সাপ দেখে এলাকার মানুষের মধ্যে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম হয়েছিল।

মঙ্গলবার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে আমরা বাঙালী। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।